গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণকারী: এইচএসসি পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ

বিষয়: সমাজকর্ম

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

ডিসেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতিকে যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য ২০১০ সালে এসএসসি এবং ২০১২ সালে এইচএসসি পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের না বুঝে মুখস্ত করার প্রবণতা থেকে সরিয়ে এনে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝে আত্মস্থ করা, বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করা এবং কোন বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সক্ষমতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। তাই প্রশ্ন প্রণেতা এবং প্রশ্ন পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান শিক্ষা বোর্ডসমূহের জন্য একটি অত্যাবশকীয় কার্যক্রম।

২০০৮ সাল হতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য ১২ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৮ সালের পর প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। এই সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকগণের অবসরে চলে যাওয়া ও প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে দক্ষ প্রশ্ন প্রণেতা ও প্রশ্ন পরিশোধনকারীর সংকট তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ২০২৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০২৬ সাল থেকে এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মূল্যায়ন কাঠামোতে পরিবর্তন এনেছে। তাই বিভিন্ন বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি এইচএসসি ও আলিম পর্যায়ের প্রশ্ন প্রণেতা ও পরিশোধকগণের জন্য ৬ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে কর্মশালার মাধ্যমে এইচএসসি ও আলিম পর্যায়ের ২৩টি বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রতি বিষয়ে ৮ জন বিষয় শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রশ্নপ্রণেতা ও পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) এর সম্মানিত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের দীর্ঘদিনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করেছেন। ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণে কলেজ ও মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষকগণ মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁদের প্রতিও জানাই কৃতজ্ঞতা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি যাবতীয় ব্যয় বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি নির্বাহ করছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

প্রত্যাশা করা যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ এইচএসসি পর্যায়ে মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও মূল্যায়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। আমি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. খন্দোকার এহসানুল কবির)
সভাপতি
বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি
ও
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি

ক্রমিক	নাম	পদবি	
১	প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	আহবায়ক
২	জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়)	সদস্য
৩	জনাব মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চমাধ্যমিক)	সদস্য
৪	জনাব মোঃ ইমদাদ জাহিদ	উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন)	সদস্য
৫	প্রফেসর জেসমিন তাসলিমা বানু	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সনদ)	সদস্য সচিব

ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবি
১	প্রফেসর মোঃ খালিদ হোসেন	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ফোকাল পয়েন্ট)
২	প্রফেসর মোঃ আলী হাসান	অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ
৩	প্রফেসর সালমা আক্তার	অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান
৪	প্রফেসর লিপিকা রানী সাহা	অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান
৫	প্রফেসর মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান
৬	প্রফেসর রনজিত কুমার সরকার	অধ্যাপক, রসায়ন
৭	জনাব মুহাম্মদ আসলাম খালেদ	সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা
৮	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি

প্রশিক্ষণ সূচি			
দিবস	অধিবেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়
প্রথম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০:৩০	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
দ্বিতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
তৃতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
চতুর্থ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর
পঞ্চম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
ষষ্ঠ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন

প্রতিদিন

- **সকালের চা** **১০: ৩০ - ১১: ০০**
- **দুপুরের খাবার ও বিরতি** **০১: ০০ - ০২: ০০**
- **বিকালের চা** **০৪: ৪৫ - ০৫: ০০**

সূচিপত্র

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী			i
ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি			iii
ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ			iii
প্রশিক্ষণ সূচি			v
সূচিপত্র			vi
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা			vii
	প্রশিক্ষণের বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম		১
২.	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ		৫
৩.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা		৯
৪.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন		১২
৫.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন		১৪
৬.	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য		১৬
৭.	সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর		১৮
৮.	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন		২১
৯.	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন		২২
পরিশিষ্ট			
১০.	পরিশিষ্ট: ক	শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৭
১১.	পরিশিষ্ট: খ-১	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	২৯
১২.	পরিশিষ্ট: খ-২	মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল	৩০
১৩.	পরিশিষ্ট: গ	শিখনফল ম্যাপ	৪১
১৪.	পরিশিষ্ট: ঘ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়	৪৩
১৫.	পরিশিষ্ট: ঙ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ	৪৭
১৬.	পরিশিষ্ট: চ	উদ্দীপক তৈরিতে নেতিবাচক বিষয় পরিহার সংক্রান্ত পরিপত্র	৪৮
১৭.	পরিশিষ্ট: ছ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	৪৯
১৮.	পরিশিষ্ট: জ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ	৫১
১৯.	পরিশিষ্ট: ঝ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক	৫৫
২০.	পরিশিষ্ট: ঞ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর উপস্থাপনের নমুনা ছক	৫৭
২১.	পরিশিষ্ট: ট	সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ	৫৯
২২.	পরিশিষ্ট: ঠ	সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর	৬১
২৩.	পরিশিষ্ট: ড	পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন	৬৯

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Aptitude Test	**প্রবণতা বা ঝোঁক নিরূপন অভীক্ষা:** কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, ঝোঁক বা প্রবণতা নিরূপন। যেমন, গণিত শেখানোর প্রতি প্রবণতা নিরূপন।
Application	**প্রয়োগ:** পূর্বে অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার সক্ষমতা।
Analysis	বিশ্লেষণ: কোন ধারণা বা বস্তু বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত এবং উপাদানসূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন।
Assessment	**কৃতিত্ব যাচাই:** পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিমান নির্ধারণ।
Assessment Instrument	**মূল্যায়ন উপকরণ:** শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাই করার জন্য যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন-প্রশ্নপত্র, নির্দেশনা, রেটিং স্কেল ইত্যাদি।
Backwash Effect	**কোন কাজের ফলাফলের প্রভাব:** যেমন শিখন-শেখানোর উপর পরিচালিত অভীক্ষার ফলাফলের প্রভাব।
Class Test	শ্রেণি অভিক্ষা: পাঠ্যসূচির কোনো পরিচ্ছেদ, পাঠ্যপুস্তকের কোনো অধ্যায় বা কোনো ইউনিটের শিখন-শেখানো শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি জানার জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের পরীক্ষা।
Comprehension	**অনুধাবন:** কোন বিষয়বস্তু থেকে অর্থ তুলে ধরতে পারা। নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা, বর্ণনা এবং অনুবাদ ইত্যাদি।
Constructivism	**গঠনবাদ:** শিক্ষার্থীর ধারণা গঠন বিষয়ক তত্ত্ব। পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা গঠন।
Correlation	**সহ-সম্পর্ক:** দুটি চলক এর মধ্যে সম্পর্ক। একটির পরিবর্তন হলে যদি অপরটিরও পরিবর্তন হয় তা হলে বলা হয় চলক দুটির মধ্যে সহ-সম্পর্ক আছে। পরিবর্তন একই দিকে অথবা বিপরীত দিকে হতে পারে। যেমন-এসএসসি পরীক্ষায় (লিখিত পরীক্ষা) শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোর এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে একই দিকে সহ-সম্পর্ক থাকা প্রাসঙ্গিক।
Criterion Referenced Interpretation	পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডের বিচারে শিক্ষার্থীর অর্জিত কৃতিত্ব বিশ্লেষণ।
Curriculum	**শিক্ষাক্রম:** শিক্ষার কোন পর্যায়ের বা বিষয়ের যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা।
Evaluation	**মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীর অর্জনের (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ ইত্যাদি) মাত্রা নিরূপন ও বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান।
Examination	**পরীক্ষা:** শিক্ষার্থীরা কাগজ কলম ব্যবহার করে প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করে। পরীক্ষার একটি আনুষ্ঠানিকতা থাকে এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় (সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা)।
Feedback	**ফলাবর্তন:** কোন কিছু মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের পর এর ত্রুটি বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া। যেমন- ক্লাস পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের ভুল ধরিয়ে নির্দেশনা দেওয়া।
Follow-up	শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট বা কোন কাজ করতে দেওয়ার পর শিক্ষক কর্তৃক তাদের কাজের গতিধারা ও স্বরূপ পরিবীক্ষণ (মনিটর) করা।
Formative Assessment	**গঠনকালীন মূল্যায়ন:** শিখন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন। শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিখনের মানোন্নয়ন।
Higher Order Thinking Skills	**উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা:** বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সৃজনশীল দক্ষতা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।
Intellectual Skill	**বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা:** শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধিবৃত্তিক বা মেধা সর্ম্পকিত দক্ষতা। এতে অর্ন্তভূক্ত হয় তথ্য স্মরণ করার সামর্থ্য। কোনো বিষয় বুঝেছে কি না তা প্রকাশ করার দক্ষতা। অর্জিত জ্ঞান নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা। কোনো বিষয়বস্তু/যন্ত্রপাতি বিভিন্ন উপাদানে/অংশে বিভক্ত করা, এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ এবং উপাদান/অংশসমূহ একত্রিত করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার/সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা। সৃষ্টি/সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করার এবং মতামতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের পারদর্শিতা।

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Item Facility Index	**প্রশ্নপত্রের পদের** (Item) **কাঠিন্য-মাত্রা:** এটি হচ্ছে সঠিক উত্তরদাতা ও মোট উত্তরদাতার অনুপাত। একটি নির্দিষ্ট পদ কতটুকু কঠিন হয়েছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জানা যায়।
Item Discrimination Index	**প্রশ্নপত্রের পদের বিভেদকরণ মাত্রা:** প্রশ্নপত্রের একটি নির্দিষ্ট পদের সঠিক উত্তরের প্রেক্ষিতে বেশি নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থী এবং কম নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের তুলনা। উচ্চ মেধা সম্পন্ন এবং কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য করেছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জনা যায়।
Ipsative Referenced Interpretation	শিক্ষার্থীদের আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি রেটিং স্কেলের মাধ্যমে মূল্যায়ন।
Knowledge	**জ্ঞান:** তত্ত্ব, তথ্য, সূত্র, ধারণা, ইত্যাদি জানা এবং স্মরণ রাখা।
Learning Outcome	**শিখনফল:** পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের যে পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়।
Leniency in Marking	**নম্বর প্রদানে উদারতা:** শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে কৃতিত্বের চেয়ে বেশি নম্বর প্রদান এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা। এর ফলে মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।
Marking Scheme/Rubrics	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা:** শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরের গুণাগুণ যাচাই করে মান অনুযায়ী পরীক্ষকগণ কীভাবে নম্বর প্রদান করবেন সে সম্পর্কিত নির্দেশনা। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
Measurement	**পরিমাপ:** শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাইয়ে ব্যবহৃত ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাত্ত (সংখ্যাবাচক)।
Moderation	**পরিশোধনঃ** প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মানসম্মত করা।
Norm Referenced Interpretation	পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীর সাথে আরেকজন শিক্ষার্থীর তুলনা। যেমন- এইচএসসি/আলিম/এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রেড প্রদান।
Randomization of Script	**উত্তরপত্র নমুনায়ন:** দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র নির্বাচন।
Raw Score	অশোধিত নম্বর (Raw Score) শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর।
Reliability	**নির্ভরযোগ্যতা:** একাধিকবার অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সঙ্গতি
Specification Grid	নির্দেশক ছকঃ প্রশ্নপত্র প্রণয়েনের জন্য নির্ধারিত ছকে দক্ষতা ও অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্নের পদ (Item) বন্টন বা বিন্যাস।
Standardization	**আদর্শায়ন/প্রমিতকরণ:** পরীক্ষায় প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর Raw Score পরিসংখ্যানের সূত্র প্রয়োগ করে আদর্শ নম্বরে রূপান্তকরণ।
Statistical Moderation	**পরিসংখ্যানিক পরিশোধন:** পরিসংখ্যানিক বিশে-ষণ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে এক রকম ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে অন্য ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারণ করা।
Summative Assessment	**সামষ্টিক মূল্যায়ন:** কারিকুলাম/সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান শেষে একটি দীর্ঘ সময় পরে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন (যেমন-সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষা, এইচএসসি, আলিম, এসএসসি পরীক্ষা দাখিল পরীক্ষা)।
Synthesis	**সংশ্লেষণ:** কোন কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মূলভাব বা সারকথা নির্ধারণ।
Syllabus	**পাঠ্যসূচি:** নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বিষয়ের নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও নির্ধারিত নম্বরের তালিকা।
Validity	**যথার্থতা:** যা পরিমাপ করার কথা তা কতটা করা গেছে, নির্ধারিত শিখনফল কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপের জন্য যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় ঐ প্রশ্নপত্র দ্বারা তা কতটা পরিমাপ করা সম্ভব।

প্রথম দিবস: অধিবেশন-১
(০৯:০০ - ১০:৩০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। কারিকুলাম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা। কারিকুলামের লক্ষ্য জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ ও চাহিদা এবং উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়। লক্ষ্য থাকে অনেক ব্যাপক। এই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় **(পরিশিষ্ট 'ক')**। এই উদ্দেশ্যসমূহ কোন কোন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকেই নির্ধারণ করা হয় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য **(পরিশিষ্ট 'খ-১')**। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহকে আবার স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যে বিন্যাস করা হয়। অতঃপর স্তরের উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় শিখনফল **(পরিশিষ্ট 'খ-২')**। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও শিখনফল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য কারিকুলাম থাকে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য স্তরভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন কারিকুলাম রয়েছে। শিক্ষাক্রমে নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিরূপণ করা হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, শেখানোর পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল কারিকুলামে উল্লেখ থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারবে তা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাও শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে শেখানোর কৌশল কী হবে তারও একটি দিকনির্দেশনা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত থাকে।

কারিকুলাম পরিবর্তনশীল। বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধারণার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কারিকুলামেও পরিবর্তন আনা হয়। আর তা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থা সেকেলে হয়ে পড়ে এবং দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ গঠন করা সম্ভব হয় না। সে কারণে দেশ পিছিয়ে পড়ে। আবার কারিকুলাম যুগোপযোগী করলেই হবে না, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নেও যথাযথ পরিবর্তন আনতে হবে।

কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের টেকসই শিখন এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে তাদের বিভিন্নমুখী কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি।

শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে মূল্যায়ন করতে হলে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন ছাড়াও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের অর্জিতব্য দক্ষতার কোনো অংশ মস্তিষ্ক সচল (Cognitive Domain- বুদ্ধিবৃত্তিক/চিন্তন ক্ষেত্র), কোনো অংশ হৃদয় সচল (Affective Domain-আবেগীয় ক্ষেত্র) আবার কোনো অংশ পেশি সচল (Psychomotor

Domain- মনোপেশিজ ক্ষেত্র) করার সাথে সংশ্লিষ্ট। শুধু কাগজে-কলমে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হৃদয় বা হাত সচল করা যায় না।

মস্তিষ্ক সচল বা চিন্তা করার দক্ষতার প্রাথমিক স্তর হলো মুখস্থ বা জ্ঞান (Knowledge), এর পর অনুধাবন (Understanding), প্রয়োগ (Application), বিশ্লেষণ (Analysis), সংশ্লেষণ (Synthesis) এবং মূল্যায়ন (Evaluation)|

হৃদয় সচল (Affective Domain) এর সাথে শিক্ষার্থীর আবেগের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত, যেমন- অনুভূতি, মূল্যবোধ, প্রশংসা, উদ্দীপনা, প্রণোদনা এবং মনোভাব।

Affective Domain – এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

Receiving : সচেতনতা, শোনার প্রতি আগ্রহ যেমন শ্রদ্ধাসহকারে অন্যের বক্তব্য শোনা।

Responding : সক্রিয় অংশগ্রহণ যেমন কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা।

Valuing : কোনো বিশ্বাস, বস্তু বা আচরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে মূল্য দেওয়া। যেমন- ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্পর্শকাতর হিসাবে নিতে পারা এবং মূল্যায়ন করা।

Organizing : বিভিন্ন মূল্যবোধের তুলনা এবং সমন্বয় সাধন করে অসাধারণ মূল্যবোধ গঠন করা। যেমন- স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীল আচরণের ভারসাম্যের প্রয়োজন শনাক্ত করা।

Internalizing : এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- স্বাধীনভাবে কাজ করার সময় ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ফুটে উঠা।

Psychomotor Domain **:** এর সাথে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর শরীরের নড়া-চড়া/গতি, সমন্বয় এবং যন্ত্র/বস্তু ব্যবহারের দক্ষতা। এ ধরনের দক্ষতার জন্য দরকার অনুশীলন। গতি, নির্ভুলতার মাত্রা, দূরত্ব, পদ্ধতি অথবা বাস্তবায়ন কৌশলের মাধ্যমে এ দক্ষতা পরিমাপ করা যায়।

Psychomotor Domain - এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

Imitation : অন্যের কাজ অনুকরণ করে কাজের কৌশল শেখা, যেমন- অনুকরণ করে টাইপ করা বা ছবি অংকন। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিম্নমানের হতে পারে।

Manipulation : নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সক্ষমতা এবং অনুশীলন। যেমন- ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটারে ডকুমেন্ট টাইপ করা।

Precision : কাজ সংশোধন এবং আরো নির্ভুল করতে পারা। যেমন- ডকুমেন্ট টাইপ করা এবং ভুল সংশোধন করা।

Articulation : একই সিরিজের কতগুলো কাজের সমন্বয়সাধন, ঐক্যতান স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেমন- ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা, (সঠিকভাবে টাইপ, হেডার, ফুটার, এলাইনমেন্ট ঠিক রাখা)। যেমন- ভিডিও প্রযোজনায় গান, নাটক, কালার কম্পোজিশন, শব্দের সমন্বয়)।

Naturalization: কোনো কাজে এমন উঁচু মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা যে, কাজ করতে তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। যেমন- তেমন কোন চিন্তা না করে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা।

শিক্ষক শ্রেণিতে শুধু বক্তব্য প্রদান করলে এবং কেবল কাগজে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হলে কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। মূলত শিক্ষকগণকে কারিকুলাম এবং এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও অনুধাবনে যত্নশীল হতে হবে। নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের পর সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিকুলাম প্রেরণ ও বিস্তরণ করে থাকে।

শিখনফল এবং শিখনফল ম্যাপ

- একটি বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থী কী শিখন অর্জন করবে তার প্রত্যাশাই শিখনফল। অর্থাৎ একটি বিষয়বস্তুর শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে একজন শিক্ষার্থী কী শিখতে পারবে/দক্ষতা অর্জন করবে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হলো শিখনফল। শিখনফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য। অস্পষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে। কোন বিষয়ের অধ্যায়গুলোর মধ্যে যে শিখনফল দেয়া থাকে তার অনেকগুলোই রূপগতভাবে সাধারণ। সাধারণ শিখনফলগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট শিখনফলে রূপান্তর করা যায়। শিখনফলগুলো যতো সুনির্দিষ্ট হবে মূল্যায়ন ততো যথার্থ হবে। প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কী করতে সক্ষম (এখানে শুধু চিন্তন ক্ষেত্রে বিবেচ্য) তা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বের করে আনা যাবে।

- একজন শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখনফল কতটা অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্যই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হয়। শিক্ষাক্রমে একটি বিষয়ের যতগুলো শিখনফল অন্তর্ভুক্ত থাকে তার সবগুলোই একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যাচাই করা যায় না। এজন্য প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন যাতে একটি সুনির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল হয় তা নিশ্চিত করা খুব জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করাও একজন প্রশ্নপ্রণেতার গুরুদায়িত্ব।

- শিখনফল ম্যাপ হচ্ছে এমন একটি ছক যেখানে একটি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্ধারিত কোন শিখনফলটি যাচাইয়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তা উল্লেখ থাকে। এই ছকের সর্ববামের কলামে (Column) শিখনফলের নম্বর (শিক্ষাক্রম অনুযায়ী) এবং সর্বোচ্চ সারিতে (Row) অধ্যায় উল্লেখ থাকে। প্রতিটি সেলে একটি বহুনির্বাচনি অথবা সৃজনশীল প্রশ্নের কোন একটি অংশের ক্রমিক নম্বর (প্রশ্নপত্র অনুযায়ী) উল্লেখ করতে হয়। ফলে প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন) কোন অধ্যায়ের কোন শিখনফল যাচাইয়ের জন্য করা হয়েছে তা একনজরে দৃশ্যমান হয়। এর মাধ্যমে একই শিখনফল ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি যেমন রোধ করা যায় তেমনি শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নসেট তৈরি করা সম্ভব হয়। **[পরিশিষ্ট 'গ': শিখনফল ম্যাপ]**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

কাজ-১: শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যাকরণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণের উত্তরের সূত্র ধরে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- সমবেত আলোচনায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন;
- কোনো প্রশিক্ষণার্থীর ধারণাগত ঘাটতি থাকলে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আদায়ের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলে আলোচনা করে **পরিশিষ্ট 'ঘ'** – প্রথম/দ্বিতীয় পত্রের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং **পরিশিষ্ট 'ট'** থেকে প্রথম/দ্বিতীয় পত্রের সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের শিখনফল চিহ্নিত করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে শিখনফল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর নম্বর শিখনফল ম্যাপের **(পরিশিষ্ট 'গ')** সংশ্লিষ্ট ঘরে লিখতে বলবেন;
- দলগত কাজ উপস্থাপনার সময় বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল ওভারল্যাপিং ও কনটেন্ট কভারেজ বিষয়টির গুরুত্ব আলোচনা করবেন।

প্রথম দিবস: অধিবেশন-২
(১১:০০-০১:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলত মুখস্থ বিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হচ্ছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া।" জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ অভ্যন্তরীণ ও পাবলিক পরীক্ষায় দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় (এসএসসি/সমমান, দাখিল, এইচএসসি/সমমান, আলিম) সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। **[পরিশিষ্ট:'ড' পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপনসমূহ]**

১৯৫৬ সালে মার্কিন শিক্ষা মনোবিদ বেঞ্জামিন এস. ব্লুম মানুষের মনোজগতের চিন্তা করার প্রক্রিয়ার সহজ থেকে জটিল ক্রমবিন্যাস দেখান (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন)। চিন্তা করার এই ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করেই দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করা হয়।

চিন্তন (চিন্তা করার) দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জ্ঞান (Knowledge) বা স্মরণ করা (Remember) : উপস্থাপিত ঘটনা, পরিস্থিতি বা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য শনাক্ত এবং স্মৃতি থেকে উল্লেখ করতে পারা।

অনুধাবন (Comprehension) বা বুঝতে পারা (Understand): লিখিত, মৌখিক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত নির্দেশনামূলক তথ্য/মেসেজ থেকে অর্থ বলতে বা লিখতে পারা (ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা)।

প্রয়োগ (Application) বা প্রয়োগ করা (Apply) : তথ্য, পদ্ধতি, ধারণা, সূত্র নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান।

বিশ্লেষণ (Analysis) বা বিশ্লেষণ করা (Analyze) : বস্তু, ধারণা, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

মূল্যায়ন (Evaluation) বা মূল্যায়ন করা (Evaluate): ক্রাইটেরিয়া, মানদন্ড, যুক্তির ভিত্তিতে মতামত, বিচার-বিবেচনা প্রদান।

সংশ্লেষণ (Synthesis) বা সৃষ্টি করা (Create): নতুন পরিস্থিতিতে তথ্য/উপাদান একত্রিত করে নতুন কিছু (বস্তু, ধারণা) সৃষ্টি করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৬টি দক্ষতা স্তরকে নিচের চারটি দক্ষতা স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। এসএসসি/দাখিল/এইচএসসি/আলিম পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই চারটি স্তরের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চিন্তন দক্ষতার এই চারটি স্তরকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

জ্ঞান দক্ষতা স্তর	এটি হলো চিন্তন দক্ষতার প্রাথমিক স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো: সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।
অনুধাবন দক্ষতা স্তর	অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে ব্যাখ্যা, অনুবাদ অথবা রূপান্তর করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়নের জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।
প্রয়োগ দক্ষতা স্তর	প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা; পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং হিসাবনিকাশ করা।
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (Stem)/নির্দেশনা (Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর (Options) দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (Key) এবং অপরগুলি বিক্ষেপক (Distractors)। এ বিক্ষেপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ উদাহরণসহ নিচে দেখানো হলো

<table>
<tr><td colspan="3">গার্মেন্টস কর্মি আসলাম ও লিপি দুই সন্তানকে নিয়ে একটি সুখী পরিবার। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারা সবাই মিলে খোশগল্প করেন এবং মাঝেমধ্যে ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যান।</td><td>উদ্দীপক</td><td rowspan="2">দলগত সমাজকর্মের নীতিমালা কোনটি?</td><td rowspan="2">উদ্দীপক/ নির্দেশনা</td></tr>
<tr><td colspan="3">উদ্দীপকে পরিবারের কোন কাজটিকে নির্দেশ করে?</td><td>নির্দেশনা</td></tr>
<tr><td rowspan="4">বিকল্প উত্তর</td><td>ক.</td><td>জৈবিক</td><td>বিক্ষেপক</td><td rowspan="4">বিকল্প উত্তর</td><td>ক.</td><td>নমনীয় কর্মকাঠামো</td><td>সঠিক উত্তর</td></tr>
<tr><td>খ.</td><td>অর্থনৈতিক</td><td>বিক্ষেপক</td><td>খ.</td><td>সমান সুযোগ সুবিধা</td><td>বিক্ষেপক</td></tr>
<tr><td>গ.</td><td>শিক্ষামূলক</td><td>বিক্ষেপক</td><td>গ.</td><td>পেশাগত দায়িত্ব</td><td>বিক্ষেপক</td></tr>
<tr><td>ঘ.</td><td>বিনোদনমূলক</td><td>সঠিক উত্তর</td><td>ঘ.</td><td>মানুষের সমমর্যাদা</td><td>বিক্ষেপক</td></tr>
</table>

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পেপার পেন্সিল পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলাদেশে তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন **(পরিশিষ্ট 'ঙ': বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন)** মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষায় বা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় থাকতে পারে। এ তিনটি ধরন হলো -

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)
২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)
৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)

এ ধরনের প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে। প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এর পরে থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক উত্তর। এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্নপ্রণেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/নির্দেশনা একই সাথে থাকে। সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা হয়। তবে বিকল্প উত্তরগুচ্ছে নতুন পরিস্থিতি প্রকাশ করতে পারলে এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমেও প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব।

২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নতুন। এ ধরনের MCQ ব্যবহারে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। স্মৃতিনির্ভর নয় এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়।

এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি অসমাপ্ত বাক্য থাকে এবং তার পরপরই নিচে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেওয়া হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১টি/২টি/৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য/বিবৃতি/ধারণা উদ্দীপক হিসাবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

- কোনো প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ধারণার সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে
- শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন ৪টি বিকল্প উত্তর না পাওয়া গেলে
- অনুধাবন বা আরও উচ্চতর স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। তবে কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না।

৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/সূচনা বক্তব্য (Stem/Scenario/Situation) দিয়ে শুরু হবে। এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক/তথ্য/দৃশ্যকল্প থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্নপ্রণেতা উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, রেডিও-টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি) থেকে নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

মূলত প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন তৈরির জন্য অভিন্ন তথ্যের ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন অভিন্ন তথ্য থেকে তৈরি করা যেতে পারে। উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য বড় হলে শিক্ষার্থীর পড়ার সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে উদ্দীপকের আলোকে উচ্চতর দক্ষতা স্তর/প্রয়োগ দক্ষতা স্তর/অনুধাবন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক সময় জ্ঞান দক্ষতা স্তরের প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আওতায় সাধারণত জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি না করাই ভালো। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নই যথেষ্ট, এর জন্য কোনো জটিল কাঠামো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ ও চিন্তন দক্ষতার স্তর নির্ণয়।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর, বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে এককভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সরবরাহকৃত প্রশ্নগুলোর **(পরিশিষ্ট: 'ঘ')** দক্ষতা স্তর ও ধরন নির্ণয় করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলের পোস্টার টাঙিয়ে দিতে বলবেন;
- যে কোনো একটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় অন্য দলের কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা যুক্ত করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন ও উপস্থাপন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ছোট ছোট দলে (৫/৭ জন) বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস: অধিবেশন ৩ ও ৪
(০২:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিত করে তা সংশোধন করতে পারবেন; ● বিভিন্ন প্রকারের এবং দক্ষতাস্তরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ এর উপর ভিত্তি করে একটি মানসম্পন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্ন তৈরি হয়। মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ তৈরির সময় নিচের বিষয়সমুহ বিবেচনায় নিতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক-

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না)।
- হ্যাঁ' বোধক হতে হবে (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।
- এমন কোনো ইঙ্গিত দিবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।
- নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে না, অর্থাৎ ইতিবাচক হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরসমূহ-

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে)।
- দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হবার সম্ভাবনা থাকে)।
- Mutually Exclusive/Mutually Inclusive যথাসম্ভব পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়)।
- 'উপরের সবগুলো সঠিক'/'উপরের কোনটি সঠিক নয়' এরূপ বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করবে।

<u>একটি প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের (Answer Key) ক্রমিক সংখ্যা (Serial Number) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো ধারাবাহিক ক্রম (Sequence) না থাকে।</u>

উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল

- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে এবং উদ্দীপক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার স্তরকে বিবেচনায় রেখে পরিস্থিতি নির্বাচন করতে হবে।
- আপনি প্রয়োগ দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদিকে প্রয়োগ করবেন তা বিবেচনায় নিবেন এবং উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন কোন তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে শিক্ষার্থী যৌক্তিকভাবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে- তা বিবেচনা করে উদ্দীপকটি তৈরি করবেন।
- উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একাধিক শিখনফলের ভিত্তিতে উদ্দীপকটি তৈরি করতে হবে। কারণ তথ্যের বহুমুখিতা না থাকলে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরে পূনরাবৃত্তি ঘটে।
- উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য উদ্দীপকে সংশ্লিষ্ট শিখনফলেও তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অথবা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য একাধিক শিখনফলকে বিবেচনায় নিতে হবে।
- উদ্দীপক হবে মৌলিক (Unique), এটি পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে না। উদ্দীপক হিসেবে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ/অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হবে না।
- কখনও কখনও সিলেবাস বহির্ভূত কোনো প্রবন্ধ, গল্প, ছোট গল্প এবং কবিতা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে উদ্দীপকটি যেন প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত (উদ্দীপক ৬/৭ বাক্যের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়)।
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ/বাক্য পরিহার করতে হবে।
- উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে।
- পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হবে।
- দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে। একটি প্রশ্নের উত্তর/উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না।

কোনো জাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, দেশ, অঞ্চল, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে হেয় করে বা আঘাত করে উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেও উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার দক্ষতা কোন স্তরে অবস্থান করছে তা মূল্যায়ন করাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য। হিংসা বা বিদ্বেষ ছড়াতে পারে, মানহানির ঘটনা ঘটতে পারে এমন উদ্দীপক বা প্রশ্ন কোনোভাবেই প্রণয়ন করা যাবে না। **[পরিশিষ্ট 'চ': পরিপত্র]**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নীতিমালার ভিত্তিতে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও সংশোধন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- নীরব পাঠ ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা ও উদ্দীপক তৈরির কৌশল সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (**পরিশিষ্ট 'ছ'**) ত্রুটি চিহ্নিত করতে বলবেন;
- দলে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতি দলের ৫/৬টি প্রশ্ন সম্পর্কিত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে নিজে প্রশ্নের ত্রুটি ধরিয়ে দিবেন;
- ত্রুটি কীভাবে সংশোধন করা যায় তা প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা করবেন (এক্ষেত্রে **পরিশিষ্ট 'জ'** এর সহায়তা নিবেন);
- উপস্থাপিত কাজের সংশোধনের সাথে সাথে অন্যান্য দলের দলগত কাজটি সংশোধন করতে বলবেন।

কাজ-২: নীতিমালার আলোকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে উপস্থাপিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে জ্ঞান স্তরের ৩টি, অনুধাবন স্তরের ২টি, প্রয়োগ স্তরের ১টি, অভিন্ন উদ্দীপক থেকে ২টি (প্রয়োগ ১টি ও উচ্চতর দক্ষতা ১টি) মোট ৮টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

দ্বিতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন; ● নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণেতাগণকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র তৈরি এবং তা একটি নির্দেশক ছকে উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা সহজে বোঝা যাবে।

নির্দেশক ছক (Specification Grid)

১. বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে যে বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে নির্দেশক ছক তা ব্যাখ্যা করে।
২. নির্দেশক ছকের কলামে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো উল্লেখ থাকে।
৩. দক্ষতার চারটি স্তর ক্রমানুযায়ী সারিতে (Row) সাজানো হয়।
৪. বিষয়বস্তু এবং দক্ষতার স্তর অনুযায়ী প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করে নির্দেশক ছকটি পূরণ করা হয়। প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যাটি ছকের যথাযথ ঘর (Box)-এ বসানো হয়।
৫. শিক্ষাক্রমে যে বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের সংখ্যা স্থির করা হয়। যদি প্রতিটি ক্ষেত্রকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তবে প্রশ্নের সংখ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমভাবে বণ্টন করা উচিত।
৬. উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন যত বেশি হয়, পরীক্ষার্থীদের সক্ষমতার মধ্যে তত বেশি পার্থক্য প্রত্যাশা করা যায়। প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শতকরা হার নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

জ্ঞান স্তর	-	২৫-৩৫%
অনুধাবন স্তর	-	৩৫-২৫%
প্রয়োগ স্তর	-	১৫-২৫%
উচ্চতর দক্ষতা স্তর	-	১৫-২৫%

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তরের ৬০% এবং প্রয়োগ ও উচ্চতর স্তরের ৪০% প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হবে।

নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য

১. বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার স্তর বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে কীভাবে বিন্যস্ত রয়েছে তা টেবুলার ফরমেটে ব্যাখ্যা করা।
২. একটি প্রত্যাশিত মানের সঙ্গে এ নির্দেশক ছকের তুলনা করা এবং নির্দেশক ছকের কোথায় সংশোধন দরকার সে বিষয়ে সুপারিশ করা।
৩. নির্দেশক ছকের প্রতিটি ঘর (Box)-এর মধ্যে যে প্রশ্নসংখ্যা রয়েছে তা শিক্ষাক্রমকে যথাযথ প্রতিফলন করে কিনা তা নিশ্চিত করা।

নির্দেশক ছকের গুরুত্ব

১. শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত সমগ্র বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আনুপাতিক হারে প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা তা নির্দেশক ছকের মাধ্যমে খুব সহজেই এবং দ্রুত বোঝা যায়।
২. পরীক্ষার উত্তরপত্র বিশ্লেষণের (Post exam. analysis) মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্নের যথার্থতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নির্দেশক ছক প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বাড়ির কাজে প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সংশোধন ও উপস্থাপন (৩০+৫০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বে গঠিত দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- যে কোনো দু'টি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-২: অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিমার্জন ও পূন:উপস্থাপন (৫০+১৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বে গঠনকৃত দলে বসে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নগুলো পুনরায় পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে (পূর্বে উপস্থাপিত প্রশ্ন ব্যতীত) পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-৩: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন চুড়ান্তকরণ ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন (১১৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- অধিবেশনের তথ্যপত্রটি নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর এবং সমবেত আলোচনার মাধ্যমে নির্দেশক ছকের (**পরিশিষ্ট-ঝ**) ধারণা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক দলকে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে অনুপাত অনুসারে **১৫টি প্রশ্নের ১টি সেট** চূড়ান্ত করতে বলবেন;
- সেট চূড়ান্ত করার প্রয়োজনে প্রতিটি দলকে নতুন করে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- তৈরিকৃত সেটের সঠিক উত্তরের (**Answer Key**) ছক **(পরিশিষ্ট-ঞ)** পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্ন সেটের আলোকে নির্দেশক ছক পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্র, সঠিক উত্তরের (**Answer Key**) ছক ও পূরণকৃত নির্দেশক ছক সরবরাহকৃত খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

তৃতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● এক সেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

প্রশ্ন পরিশোধন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্ন যথাযথভাবে লিখিত কি না, পরীক্ষার জন্য উপযোগী কি না এবং একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কি না তা যাচাই করা হয়। পরিশোধনের মাধ্যমে প্রশ্ন যাচাই বাছাই করা হয় যাতে সুসমন্বিত ও যথাযথ প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায়। পরিশোধন ব্যাতীত প্রশ্নপত্রে দুর্বলভাবে লিখিত প্রশ্ন, একই ধারণা ও বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি অথবা সম্পূর্ণভাবে দুর্বোধ্য প্রশ্ন সন্নিবেশিত হতে পারে। পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রতিটি প্রশ্ন এবং চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন কি না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষার্থীদের জন্য পক্ষপাতদুষ্ট হবে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই কারিকুলামের নির্দেশনার আলোকে বিষয়বস্তু ও দক্ষতা যাচাইয়ের উপযোগী হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং একটি নির্দেশক ছকে দক্ষতা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশ্নের/আইটেমের বণ্টন দেখাতে হবে।
- প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃতব্য যে সকল **তথ্য/সংখ্যা পরিবর্তনশীল** সে সকল তথ্য জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- বিভিন্ন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন) প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন হবে সুস্পষ্টভাবে লিখিত অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবশ্যই কোনো রকমের অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি করবে না।
- একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই একটি মাত্র সঠিক উত্তর থাকবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের ক্রমবিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যেন অনুমান করে সঠিক উত্তর প্রদানের সুযোগ হ্রাস পায়।
- প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই এমন ৩টি বিক্ষেপক (Distractors) থাকবে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকবে। প্রতিটি বিকল্প উত্তর অন্তত শতকরা ৫% পরীক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনভাবেই যেন উত্তর/'উত্তর পাওয়ার নির্দেশনা বা ইঙ্গিত' না থাকে।
- সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন পরিমাপে প্রতিটি প্রশ্নের উপযোগিতা থাকতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- একটি প্রশ্নপত্রের শুরুতে যেন কঠিন প্রশ্ন না থাকে। একাধিক প্রশ্নপত্র সেট তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের কাঠিন্যের বিন্যাসে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেটের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত হয়।
- সমাজে বা জনগোষ্ঠীর কোন অংশে বিরূপ এবং নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।
- পরিশোধকগণ নিশ্চিত করবেন যেন প্রশ্নপত্রের ৬০% জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর এবং ৪০% প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর যাচাই করার উপযোগী হয়।

- ভাষার সঠিকতা, বিশেষ করে দ্ব্যর্থকতা/অস্পষ্টতা, বানান, যতিচিহ্নের ব্যবহার, পুনরাবৃত্তি ও উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার - এসব বিষয় পরীক্ষা করে দেখা;
- ডায়াগ্রাম, চার্ট, গ্রাফ, সারণি সঠিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে কিনা এবং এগুলোর আলোকে তৈরি প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা;
- প্রশ্নপত্রের সার্বিক ভারসাম্য উপযুক্ত ও সঠিকভাবে বিন্যস্ত কি না, অন্যান্য প্রশ্নের সাথে প্রাবরণ (Overlap) করেছে কি না অথবা বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে প্রাবরণ (Overlap) হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব (২০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিশোধন সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (৩৫৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের দিনের প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে প্রাপ্ত প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছক পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছকের কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন/পরিবর্তন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

তৃতীয় দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করে প্রতিটি অংশের উত্তর লিখে নিয়ে আসতে বলবেন।

চতুর্থ দিবস: অধিবেশন ১ ও ২
(০৯:০০-০১:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন; ● গঠন কাঠামো অনুসরণ করে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি (ক) জ্ঞান স্তরের যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতিনির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেওয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে। পাঠ্যবইয়ের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। [**পরিশিষ্ট 'ট'**] **: সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা]**

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য।

- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ ও ঘ অংশ উদ্দীপকের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। উদ্দীপকের সাথে 'গ' ও 'ঘ' অংশের সম্পর্ক হবে প্রত্যক্ষ বা নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপকের তথ্য বিবেচনায় না এনে কোনোভাবেই 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর লেখা সম্ভব হবে না। উদ্দীপকের সাথে 'ক' ও 'খ' অংশের একটি পরোক্ষ যোগসূত্র থাকবে। 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর লিখার জন্য উদ্দীপকের তথ্য বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক তৈরি করা হয় সে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর আলোকেই 'ক' ও 'খ' অংশের প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করতে হবে। এটিই উদ্দীপকের সাথে 'ক' ও 'খ' অংশের পরোক্ষ যোগসূত্র;

- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের প্রশ্নের **সাধারণ বা বিভাজিত শিখনফল/বিষয়বস্তু** অবশ্যই ভিন্ন হতে হবে। কোনোভাবেই বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি (Repetition) বা প্রাবরণ(Overlapping) থাকবে না। এজন্য প্রশ্ন তৈরির শুরুতেই ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’, ও ‘ঘ’ অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিখনফল/বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে নিতে হবে;
- জীবনঘনিষ্ঠ তথ্যের আলোকে উদ্দীপকটি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে ‘গ’ অংশের উত্তরে পরীক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের কোনো **একটি সুনির্দিষ্ট** তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি প্রয়োগ করার সুযোগ পায় এবং ‘ঘ’ অংশের উত্তরে পাঠ্যবইয়ের **একাধিক** তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করে উচ্চতর দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পায়;
- উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একাধিক **সাধারণ বা বিভাজিত শিখনফল/বিষয়বস্তুর (কমপক্ষে তিনটি)** আলোকে উদ্দীপকটি তৈরি করতে হবে। কারণ তথ্যের বহুমুখিতা না থাকলে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরে পূনরাবৃত্তি ঘটে।
- উদ্দীপকে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর সরাসরি থাকবে না আবার উদ্দীপকের তথ্য বিবেচনায় না নিয়ে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর লেখাও সম্ভব হবে না। পরীক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞান উদ্দীপকে প্রয়োগ করবে বা বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করবে।

[উদ্দীপক তৈরির কৌশল সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা প্রথম দিবসের অধিবেশন ৩ ও ৪ এর বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য।]

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা (৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;

কাজ-২: গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উপস্থাপন (১৮০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- বাড়ির কাজে প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নটি কাজ-১ এর ধারণার আলোকে এককভাবে সংশোধন করতে বলবেন;
- সংশোধিত সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোষ্টার/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপিত কাজের উপর অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে মতামত দিতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিশোধন করে দিবেন;
- উপস্থাপনার ধারণার আলোকে দলের অবশিষ্ট প্রশ্নসমূহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিশোধন করে সংরক্ষণ করতে বলবেন।

চতুর্থ দিবস: অধিবেশন ৩ ও ৪
(০২:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics)

একটি উত্তরপত্র যদি দু'জন ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হয় তবে সেই দু'জন পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মাঝে পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় পরীক্ষকের মানসিক গড়ন (বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মেজাজ-মর্জি), শারীরিক অবস্থা (সুস্থতা, ক্লান্তি, অবসাদ) এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি একজন পরীক্ষক যদি একই উত্তরপত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মূল্যায়ন করেন তাহলে সকালে যে নম্বর তিনি দিবেন বিকেলে হয়তো সেই নম্বর নাও দিতে পারেন। নম্বর প্রদানের এই তারতম্য কমিয়ে আনার জন্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ব্যবহৃত হয়। Rubrics একটি দাঁড়িপাল্লা (পরিমাপক) স্বরূপ যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু হয়েছে তা যাচাই করা হয়। Rubrics সাধারণত দু' রকমের- বিশ্লেষণধর্মী (Analytical) এবং সার্বিক (Holistic)।

সার্বিক (Holistic): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় না নিয়ে সব বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তাই হচ্ছে সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Holistic Rubrics)। যেমন ১০ নম্বরের একটি রচনায় কখনো একজন পরীক্ষার্থী হয়তো ৮ নম্বর পেয়েছেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরের থেকে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করে নম্বর প্রদান করেছেন অর্থাৎ সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ব্যবহার করেছেন। সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা একজন শিক্ষার্থীর প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর (content) উপর দখল অথবা নৈপুণ্য/কুশলতা (skill/proficiency) অথবা বোঝার ক্ষমতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। সাধারণত সামষ্টিক মূল্যায়নের (Summative Assessment) সময় Holistic Rubrics ব্যবহৃত হয়।

বিশ্লেষণধর্মী (Analytical): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তা হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Analytical Rubrics)। এক্ষেত্রে প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের জন্য প্রথমে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্যের ধারাবাহিকতার (degree of difficulty level) আলোকে নম্বর/পয়েন্ট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীর কাজকে (Performance) প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এতে করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী/শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেই আলোকে তাকে সুনির্দিষ্ট ফিডব্যাক (feedback) দেয়া যায়। যেমন একজন শিক্ষার্থীর লিখিত রচনায় দেখা গেল যে বাক্যগঠনে দুর্বলতা রয়েছে। তাহলে শিক্ষক বুঝবেন যে শিক্ষার্থীকে বাক্যগঠনের উপর ফিডব্যাক দিতে হবে। Analytical Rubrics সাধারণত গঠনমূলক মূল্যায়নে (Formative Assessment) এ ব্যবহৃত হয়। এতে করে শিক্ষার্থীও জানতে পারে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাকে মূল্যায়ন করা হবে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

শিখনফল Rubrics তৈরির মূল বিবেচ্য বিষয়। যে বৈশিষ্ট্য (Criteria) এর আলোকে শিখনফল অর্জিত হবে সেই বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা (Discriptor) সুস্পষ্ট হতে হবে। একজন শিক্ষার্থী কী লিখলে সর্বোচ্চ নম্বর পাবেন তা Rubrics লেখার সময় প্রথমেই লিখতে হবে। ক্রমান্বয়ে নিচের স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর (Marking Guideline and Model Answer) তৈরি করতে হবে। **[পরিশিষ্ট 'ঠ' : সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর]**

পরীক্ষার্থীর উত্তর প্রত্যাশিত দক্ষতা স্তরের না হয়ে নিম্নতর দক্ষতা স্তরের হতে পারে সে কারণেই নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় আংশিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী উত্তর উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার্থী প্রশ্নের অংশ (খ) তে ১ অথবা ২ নম্বর পেতে পারে। (গ) অংশে ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে এবং (ঘ) অংশে ৪ অথবা ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে। **ভগ্নাংশ নম্বর দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। লিখিত উত্তর গ্রহণযোগ্য না হলে শূন্য (০) পাবে।**

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা উত্তর প্রস্তুতকরণ প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। আবার এ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরীক্ষককে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানেও নির্দেশনা দেয়। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এভাবে প্রশ্নের নমুনা উত্তর লেখা প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে প্রশ্ন পরিমার্জনে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

উত্তর প্রদানে পরীক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও পরীক্ষকগণের নম্বর প্রদান

প্রশ্নপ্রণয়নকারীর তৈরি নমুনা উত্তর এবং পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তর হুবহু একই হবে এমনটা আশা করা যায় না। উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্যগঠন, বাক্যবিন্যাস এবং উপস্থাপনা কৌশল স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর হবে। প্রশ্নপ্রণয়নকারীর লেখা নমুনা উত্তরের কোনো বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। প্রশ্নপ্রণয়নকারী হয়ত তা চিন্তা করতে পারেন নি কিন্তু পরীক্ষার্থীরা চিন্তা করতে পেরেছে। তাই পরীক্ষার্থীর উত্তর থেকে পরীক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরীক্ষার্থীর উত্তর কতটুকু সঠিক এবং সে দক্ষতার কোন স্তরে অবস্থান করছে। পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র থেকে ধারণা নিয়ে নমুনা উত্তরে সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে আবার সরবরাহকৃত নমুনা উত্তরের পাশাপাশি নতুন কোনো উত্তর নমুনা উত্তর হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

প্রয়োগ বা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পরীক্ষার্থী প্রথমে জ্ঞান তারপর অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখবে - **এমনটা ভাবা যাবে না**। পরীক্ষার্থী জ্ঞান থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখতে পারে আবার নাও লিখতে পারে। পরীক্ষার্থীর লেখা সার্বিক উত্তর থেকে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর চিন্তার স্তর নির্ণয় করবেন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তরের মধ্যে নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা অন্তর্নিহিত থাকে।

পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা অনুযায়ী একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর আগে বা পরে লিখতে পারবে।আবার তারা কোনো একটি সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশ লিখে আর একটি প্রশ্নের কোনো অংশ লিখতে পারে। যেমন- কোনো একটি প্রশ্নের (ক) অংশের উত্তর লিখে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং পরে পূর্বের প্রশ্নটির (খ) অংশের উত্তর দিতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সতর্কতার সাথে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর এবং অংশ শনাক্তকরণ বর্ণটি (ক, খ, গ, ঘ)সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে, নমুনা উত্তরের প্রয়োজন কী? নমুনা উত্তর লেখার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপ্রণয়নকারী এবং পরিমার্জনকারীগণ প্রশ্নের ভুলত্রুটি চিহ্নিত ও সংশোধনের সুযোগ পান। এছাড়াও পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের একটি নির্দেশনা পান; এর ফলে নম্বর প্রদানে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব হ্রাস পায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করতে হবে। নমুনা উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

উল্লেখ্য, নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শুধু পরীক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য। এটি শিক্ষার্থী/ পরীক্ষার্থীদের অনুসরণ/ব্যবহারের জন্য নয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব (৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;

কাজ-২: পরিশোধিত সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন ও উপস্থাপন (১৩৫ মিনিট)

- প্রতিটি দলের সদস্যকে পূর্বের অধিবেশনে পরিশোধিত সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্সসহ নমুনা উত্তর প্রণয়ন করতে বলবেন। এক্ষেত্রে বাড়ির কাজে লেখা বিভিন্ন অংশের উত্তর বিবেচনায় নিতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোষ্টার/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপিত কাজের উপর অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে মতামত দিতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে রুব্রিক্সসহ সৃজনশীল প্রশ্নটি সংশোধন করে দিবেন।
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে রুব্রিক্সসহ প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে রুব্রিক্সসহ প্রশ্ন পরিশোধন করে দিবেন;
- দলে বসে অন্যান্য প্রশ্নসমূহ রুব্রিক্সসহ পরিশোধন করতে বলবেন;

চতুর্থ দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

পঞ্চম দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ একসেট সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: রুব্রিক্স নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন উপস্থাপন (২১০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ (রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১টি সৃজনশীল প্রশ্নের(রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-২: রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ একসেট সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ (১৬৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- প্রত্যেক দলকে কাজ-১ এর অভিজ্ঞতার আলোকে ৪টি সৃজনশীল প্রশ্নের ১টি সেট চূড়ান্ত করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের চূড়ান্তকৃত প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্সসহ নমুনা উত্তর লিখতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্র ও রুব্রিক্সসহ নমুনা উত্তর সরবরাহকৃত খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

ষষ্ঠ দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ এক সেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন একটি সময় সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য কাজ। একটি মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন পত্রের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন যথাযথ উপায়ে করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে অভ্যস্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন- শেখানো প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনে নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সচেষ্ট হতে হবে-

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না। তবে উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম/সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হতে হবে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়স্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘ক’ ও ‘খ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) উদ্দীপকের আলোকে গঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক/প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ বা আংশিক উত্তরে (পূর্ণ বা আংশিক উত্তর বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে) নম্বর প্রদান কী হবে তা প্রশ্ন প্রণয়নের সময় আগাম বিবেচনা করে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ঠিক করে নিতে হয়।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা, সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।
- সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির সময়ে কিছু ত্রুটি দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি করার সময়ে প্রশ্নের সবলতা ও দুর্বলতা (ত্রুটি-বিচ্যুতি) দৃশ্যমান হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশ্ন সংশোধন করতে হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব (২০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- সৃজনশীল প্রশ্ন পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন পরিশোধন সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: একটি সৃজনশীল প্রশ্ন (রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) পরিশোধন ও উপস্থাপন (১৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রাপ্ত সৃজনশীল প্রশ্নপত্র থেকে ১টি প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটির কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্ন প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

কাজ-৩: একসেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র (রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) পরিশোধন ও উপস্থাপন (২২৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নগুলো পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট: 'ক'

শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

১. শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

২. শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা।

৩. মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।

৪. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

৫. শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।

৬. সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

৭. বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।

৮. আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

৯. শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।

১০. শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা।

১১. শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১২. দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১৩. খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাধি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবন দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

১৪. শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করা।

১৫. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।

১৬. শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি- খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।

১৭. জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।

১৮. সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।

পরিশিষ্ট: 'খ-১'

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য

বিষয়: সমাজকর্ম

বিষয় কোড: ২৭১ ও ২৭২

উদ্দেশ্য

১. সমাজকর্মের ইতিহাস ও বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা এবং মানবকল্যাণমুখী বিষয় হিসেবে এর প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।

২. সমাজকর্মের ধারণা, প্রকৃতি, পরিধি, গুরুত্ব, সংশ্লিষ্ট প্রত্যয় এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ও পেশার সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক জানা এবং সমাজকর্ম বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হওয়া।

৩. পেশা হিসেবে সমাজকর্মের জ্ঞান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সমাজকর্ম পেশায় আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত হওয়া।

৪. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণালাভ করা এবং সমাজকর্ম পেশার মর্যাদা অর্জন ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠায় সচেতন হওয়া।

৫. মৌলিক মানবিক চাহিদা পরিস্থিতি এবং উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা এবং সমস্যা সমাধানে সচেতন হওয়া।

৬. সমাজকর্ম অনুশীলনের ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে সামাজিক সমস্যা সমাধানে এর যথাযথ প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৭. সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা ও সামাজিক আইনের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞানলাভ করা এবং সামাজিক সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৮. সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার (Agency) ভূমিকা ও এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী হওয়া ।

৯. সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশে পরিচালিত সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্ম জ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে জানা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হওয়া ।

১০. সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

পরিশিষ্ট: 'খ-২'

মাধ্যমিক স্তরের (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির) কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল

বিষয়: সমাজকর্ম ১ম পত্র

বিষয় কোড: ২৭১

প্রথম অধ্যায় : সমাজকর্ম : প্রকৃতি এবং পরিধি (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সমাজকর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• সমাজকর্মের ধারণা • ডব্লিউ.এ. ফ্রিডল্যান্ডার; মরেলস, এ এবং শেফর, বি.ডব্লিউ ; এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোস্যাল ওয়ার্ক প্রদত্ত সমাজকর্মের সংজ্ঞা
২. সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সমাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ৪. সমাজকর্মের পরিধি বর্ণনা করতে পারবে। ৫. সমাজকর্মের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সমাজকর্ম শিক্ষায় আগ্রহ তৈরি হবে।	• সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য • সমাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য • সমাজকর্মের পরিধি • সমাজকর্মের গুরুত্ব • সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. দরিদ্র আইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র্য আইনের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৩. সমাজকর্ম পেশার ইতিহাসে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা ও কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবে। ৪. সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমাজকর্মের বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।	• দরিদ্র আইনের ধারণা • সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র্য আইনের ভূমিকা- ১৬০১,১৮৩৪,১৯০৫ এবং ১৯৪২ • সমাজকর্ম পেশার ইতিহাসে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা ও কার্যক্রম- দান সংগঠন সমিতি (সিওএস) এনএএসডব্লিউ (ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোস্যাল ওয়ার্কারস) সিএসডব্লিউই (কাউন্সিল ফর সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন)
৫. শিল্পবিপ্লবের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৮. সমাজকর্ম পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।	• শিল্পবিপ্লবের ধারণা • আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব • সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায় : সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. পেশার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. মূল্যবোধের ধারণা ও ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. পেশা হিসেবে সমাজকর্মের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবে। ৮. সমাজকর্মী হওয়ার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষায় এ বিষয় অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ হবে।	• পেশার ধারণা • পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক • সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য, সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব • মূল্যবোধের ধারণা ও ধরন • সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা • সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা এবং এর গুরুত্ব • পেশা হিসেবে সমাজকর্ম

চতুর্থ অধ্যায় : সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয় (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সমাজকল্যাণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজকল্যাণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. সমাজ উন্নয়নে ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ কার্যক্রমসমূহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. সমাজসেবার ধারণা দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সমাজসেবা ও সমাজকর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা ও ধরন দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. সামাজিক নিরাপত্তার সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. সমাজকর্মের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. সামাজিক উন্নয়ন ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. সামাজিক উন্নয়নের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৪. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ধারণার ব্যাখ্যা এবং এর উপায় চিহ্নিত করতে পারবে। ১৫. সামাজিক নিয়ন্ত্রনের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৬. সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কারের ধারণা এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৭. বিভিন্ন সমাজসংস্কার আন্দোলন এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৮. সমাজকর্মের জ্ঞান অনুশীলনে উৎসাহিত হবে।	• সমাজকল্যাণের ধারণা • সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য • সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণের সম্পর্ক • ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব -দানশীলতা, সদকা, জাকাত, ধর্মগোলা, সরাইখানা, দেবোত্তর, বায়তুলমাল, ওয়াকফ, এতিমখানা • সমাজসেবা ও সমাজকর্ম • সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম • সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম • সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্ম • সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম • সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার • সমাজসংস্কার আন্দোলন-**সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা**

পঞ্চম অধ্যায় : সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সমাজকর্ম এবং পৌরণীতি ও সুশাসনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. সমাজকর্ম ও আইন পেশার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা পেশার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. 'সমাজকর্ম'- জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রায়োগিক বিষয়'- বিষয়টি দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. সমাজকর্মের জ্ঞানের পরিসর বিষয়ে দৃষ্টিভংগি পরিবর্তন হবে।	• **সমাজকর্ম ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা** - সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান - সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান - সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান - সমাজকর্ম এবং পৌরণীতি ও সুশাসন - সমাজকর্ম ও অর্থনীতি - সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞান • **সমাজকর্ম ও বিভিন্ন পেশার সম্পর্ক** -সমাজকর্ম ও চিকিৎসা - সমাজকর্ম ও আইন - সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা • **সমাজকর্ম' জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রায়োগিক বিষয়**

ষষ্ঠ অধ্যায় : সমাজকর্মের পদ্ধতি

পরিচ্ছেদ - ৬.১ : ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজকর্ম পদ্ধতির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ব্যাক্তি সমাজকর্মের উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করতে পারবে। ৭. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে ব্যাক্তিসমাজকর্মীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৯. ব্যক্তির সমস্যায় সচেতন হবে এবং সমাধান পরিকল্পনায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে।	• সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা • সমাজকর্ম পদ্ধতির ধরন • ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা • ব্যাক্তি সমাজকর্মের উপাদান • ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা • সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া • সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিসমাজকর্মীর সম্পর্ক (র‍্যাপো) • ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র

পরিচ্ছেদ - ৬.২ : দল ও সমষ্টির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি (১৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. দলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. দল সমাজকর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. দল সমাজকর্মের উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. দল সমাজকর্মের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. দলসমাজকর্ম প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করতে পারবে। ৭. দলসমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৮. দল সমাজকর্ম প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা করতে পারবে। ৯. দলীয় মূল্যবোধের প্রতি সচেতন হবে। ১০. সমষ্টির ধারণা ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. সমষ্টি সমাজকর্মের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ (সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন) ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. সমষ্টি সমাজকর্মের উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবে।	**দল সমাজকর্ম** • দলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ • দল সমাজকর্মের ধারণা, উপাদান, নীতিমালা • দলসমাজকর্ম প্রক্রিয়া • দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া • দলসমাজকর্মীর ভূমিকা • দল সমাজকর্মের প্রয়োগ ক্ষেত্র **সমষ্টি সমাজকর্ম** • সমষ্টির ধারণা ও প্রকৃতি • সমষ্টি সমাজকর্মের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ • সমষ্টি সমাজকর্মের উপাদান • সমষ্টি সমাজকর্মের নীতিমালা

১৩. সমষ্টি সমাজকর্মের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৪. সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ১৫. সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা করতে পারবে। ১৬. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৭. দল ও সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হবে।	• সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠনের প্রক্রিয়া • সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্র • সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক

পরিচ্ছেদ - ৬.৩ : সমাজকর্ম প্রশাসন, কার্যক্রম ও গবেষণা পদ্ধতি (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রশাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজকর্ম প্রশাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সমাজকর্ম প্রশাসনের উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সমাজকর্ম প্রশাসনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	**সমাজকর্ম প্রশাসন** • প্রশাসন ও সমাজকর্ম প্রশাসনের ধারণা • সমাজকর্ম প্রশাসনের উপাদান • সমাজকর্ম প্রশাসনের গুরুত্ব
৫. সামাজিক কার্যক্রম ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৮. সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	**সামাজিক কার্যক্রম** • সামাজিক কার্যক্রম ধারণা • সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান • সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া • সমাজকর্ম কার্যক্রমের গুরুত্ব
৯. গবেষণার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. সামাজিক ও সমাজকর্ম গবেষণার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৩. সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ অনুসরণ করে যেকোন সমস্যার উপর গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করতে পারবে। ১৪. সমাজকর্মের মৌলিক এবং সহায়ক পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৫. সমাজকর্ম অনুশীলনে সহায়ক পদ্ধতির গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	**সমাজকর্ম গবেষণা** • গবেষণা, সামাজিক গবেষণা ও সমাজকর্ম গবেষণার ধারণা • সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ এবং গবেষণা প্রস্তাবনা • সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব • সমাজকর্মের মৌলিক এবং সহায়ক পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক

সপ্তম অধ্যায় : সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সামাজিক নীতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের সামাজিক নীতি বর্ণনা করতে পারবে। ৫. সমাজ উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. পরিকল্পনা ও সামাজিক পরিকল্পনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনার বর্ণনা করতে পারবে। ১১. সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ১৩. সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নীতি ও পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	• **সামাজিক নীতি ও সমাজকর্ম** • সামাজিক নীতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য • সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য • সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া • **বাংলাদেশের সামাজিক নীতি** - শিক্ষানীতি-২০১০ - জনসংখ্যা নীতি - নারী উন্নয়ন নীতি - শিশু নীতি • সমাজ উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব • সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা • সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা **সামাজিক পরিকল্পনা ও সমাজকর্ম** • পরিকল্পনা ও সামাজিক পরিকল্পনা • পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ • বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনা - বার্ষিক পরিকল্পনা - পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - প্রেক্ষিত পরিকল্পনা • সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা • সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজ কর্মীর ভূমিকা

অষ্টম অধ্যায় : সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশের পর্যায় বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার অনুশীলনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। ৭. উচ্চশিক্ষায় এ বিষয়ে অধ্যয়নে আগ্রহী হবে।	• বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশের পর্যায় • বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার অনুশীলনের ইতিহাস • বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র • বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমস্যাসমূহ • বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনা • বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা -যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, শ্রীলংকা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চীন

বিষয়: সমাজকর্ম ২য় পত্র
বিষয় কোড: ২৭২

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মৌলিক মানবিক চাহিদা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদাপূরণে গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারবে। ৬. মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সচেতন হবে।	• মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা • বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি -খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং চিত্তবিনোদন • বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা • বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় • বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদাপূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমাজকর্মের শাখা (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সমাজকর্মের শাখার পরিচিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজকর্ম অনুশীলনের শাখাসমূহের ছক তৈরি করতে পারবে। ৩. মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. চিকিৎসা সমাজকর্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ৬. চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. হাসপাতাল এবং জনস্বাস্থ্যসেবায় চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৮. ক্লিনিক্যাল ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বিদ্যালয় সমাজকর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বিদ্যালয় সমাজকর্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ১১. বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• সমাজকর্মের শাখার পরিচিতি • মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক - - চিকিৎসা সমাজকর্ম - ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম - সাইকেয়াট্রি সমাজকর্ম - শিল্প সমাজকর্ম - বিদ্যালয় সমাজকর্ম - প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম • চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা • চিকিৎসা সমাজকর্মের ইতিহাস • চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব • চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা • ক্লিনিক্যাল ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা ও গুরুত্ব • বিদ্যালয় সমাজকর্মের ধারণা • বিদ্যালয় সমাজকর্মের ইতিহাস • বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব • শিক্ষার্থীর উন্নয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা

১২. শিক্ষার্থীর উন্নয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ১৩. শিল্প সমাজকর্মের ধারণা ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৪. শিল্প ক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ১৫. প্রবীণকল্যাণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৬. প্রবীণকল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ১৭. সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।	• শিল্প সমাজকর্মের ধারণা ও প্রকৃতি • শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা • প্রবীণকল্যাণের ধারণা • প্রবীণকল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায় : সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন (২৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সামাজিক সমস্যার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সামাজিক সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• সামাজিক সমস্যার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ • সামাজিক সমস্যার আন্ত:সম্পর্ক
৩. আর্থ-সামাজিক, মানসিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত সমস্যার ছক তৈরি করতে পারবে।	• জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি এবং প্রভাব
৪. জনসংখ্যা সমস্যা ও বেকারত্বের ধারণা এবং বাংলাদেশে এ সমস্যার কারণ ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা ও বেকারত্বের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা • বেকারত্বের ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি এবং প্রভাব • বেকারত্ব মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
৬. জনসংখ্যা সমস্যা ও বেকারত্ব মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।	• অপুষ্টির ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি এবং প্রভাব
৭. অপুষ্টির ধারণা এবং বাংলাদেশে এ সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশে অপুষ্টি পরিস্থিতি এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	
৯. অপুষ্টি মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।	• অপুষ্টি মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
১০. যৌতুক ও বাল্যবিবাহের ধারণা এবং বাংলাদেশে এ সমস্যাসমূহের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• যৌতুকের ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি এবং প্রভাব ও সমাজকর্মীর ভূমিকা
১১. বাংলাদেশে যৌতুক ও বাল্যবিবাহের পরিস্থিতি এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• বাল্য বিবাহের ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি এবং প্রভাব ও সমাজকর্মীর ভূমিকা
১২. যৌতুক ও বাল্যবিবাহ মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।	
১৩. মাদকাসক্তির ধারণা এবং বাংলাদেশে এ সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৪. বাংলাদেশে মাদকাসক্তি পরিস্থিতি এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৫. মাদকাসক্তি মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।	• মাদকাসক্তের ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি, প্রভাব ও সমাজকর্মীর ভূমিকা
১৬. অটিজমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৭. বাংলাদেশে অটিজম পরিস্থিতি এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৮. অটিজম সমস্যায় সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।	• অটিজমের ধারণা, বাংলাদেশে অটিজম পরিস্থিতি, প্রভাব এবং অটিজম সমস্যায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
১৯. জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২০. বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২১. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ • বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

শিখনফল	বিষয়বস্তু
২২. এইচআইভি এইডসের ধারণা, কারণ ও সংক্রমণের বাহন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২৩. এইচআইভি এইডসের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হবে, জীবনদক্ষতা অর্জন করবে এবং সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে	• এইচআইভি এইডসের ধারণা, কারণ, সংক্রমণের বাহন, প্রভাব এবং সমাজকর্মীর ভূমিকা

চতুর্থ অধ্যায় : সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা (Agency) (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার (Agency) ধারণা, বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ও পরিবারের ধারণা এবং কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. গণমাধ্যমের ধারণা, ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১০. গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা ও ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৩. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তাদানে সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সির ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে।	• সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার(Agency) ধারণা, বৈশিষ্ট্য • সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ও পরিবারের ধারণা এবং কার্যাবলি • সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা -যৌতুক, বাল্যবিবাহ, অপরাধ, যৌন হয়রানি ও নিপিড়ন, জঙ্গিবাদ,অপুষ্টি, শিশু ও নারী নির্যাতন, মানসিক সমস্যা প্রভৃতি • বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ • ধর্মের ধারণা • সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা • ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ • গণমাধ্যমের ধারণা, ধরণ • সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা • গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ • আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা ও ধরন • সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা • আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তাদানে সমাজকর্মীর ভূমিকা

পঞ্চম অধ্যায় : সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সামাজিক আইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সামাজিক সমস্যার সাথে সামাজিক আইনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সামাজিক আইন এবং এর ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• সামাজিক আইনের ধারণা • সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব • সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন • সামাজিক আইন এবং এর ধারা --১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন -১৯৭৪ সালের শিশু আইন

৫. সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৬. সামাজিক আইনের বিধান মেনে চলতে সচেতন হবে।	- ১৯৮০ সালের যৌতুক আইন - ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন আইন -১৯৮৯ সালের মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ - ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন -২০১২ হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন ● সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা

ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. গ্রামীণ সমাজসেবার কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. শহর সমাজসেবার ধারণা, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. শহর সমাজসেবার কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থায় সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ বর্ণনা করতে পারবে। ১০. ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনার মডেল তৈরি করে প্রদর্শন করতে পারবে। ১১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ১৩. সমাজসেবা সংশ্লিষ্ট লক্ষভুক্ত জনগোষ্ঠীর অধিকারের প্রতি সচেতন হবে।	● বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি ● গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম ● গ্রামীণ সমাজসেবার কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ● শহর সমাজসেবার ধারণা, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম ● শহর সমাজসেবার কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ● কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম ● কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ● বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম ● সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থায় সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ● জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ● জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সপ্তম অধ্যায় : বাংলাদেশের বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ব্র্যাক এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ব্র্যাক এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম ● ব্র্যাক এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ● ব্র্যাক এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন ● গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ● গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৬. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. ইউসেপ বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. ইউসেপ বাংলাদেশ এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বেসরকারি সংগঠনের লক্ষভুক্ত জনগোষ্ঠির অধিকারের প্রতি সচেতন হবে।	• প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম • প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ • ইউসেপ বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম • ইউসেপ বাংলাদেশ এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

অষ্টম অধ্যায় : বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সেভ দ্যা চিলড্রেন এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সেভ দ্যা চিলড্রেন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ওয়ার্ল্ড ভিশন এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ওয়ার্ল্ড ভিশন এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. ইউনিসেফ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. ইউনিসেফ এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. ইউএনডিপি এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বাংলাদেশে ইউএনডিপির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ১২. ইউএনডিপির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে।	• আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা • সেভ দ্যা চিলড্রেন এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম • সেভ দ্যা চিলড্রেন এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ • ওয়ার্ল্ড ভিশন এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম • ওয়ার্ল্ড ভিশন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ • রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য, কার্যক্রম • রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ • ইউনিসেফ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম • ইউনিসেফ এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ • ইউএনডিপি এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম • বাংলাদেশের ইউএনডিপির ভূমিকা • ইউএনডিপির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

নবম অধ্যায় : সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সমাজকর্মে মাঠকর্মের ধারণা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• সমাজকর্মে মাঠকর্মের ধারণা ও উদ্দেশ্য
২. মাঠকর্মের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• মাঠকর্মের নীতিমালা
৩. মাঠকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।	• মাঠকর্মের গুরুত্ব
৪. কেস ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• কেস ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া
৫. গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের ধারণা এবং প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া
৬. মাঠকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম কৌশলসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• মাঠকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম কৌশল
৭. মাঠকর্ম প্রতিবেদন তৈরির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• মাঠকর্ম প্রতিবেদন তৈরির ধারণা
৮. মাঠ পরিদর্শন করে প্রতিবেদন রচনা করতে পারবে।	
৯. সমাজকর্ম অনুশীলনে মাঠকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।	

পরিশিষ্ট: ‘গ’

শিখনফল ম্যাপ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড----------

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২.....

বিষয়: সমাজকর্ম ১ম পত্র বিষয় কোড: ২৭১

LO নং	অধ্যায় ১		অধ্যায় ২		অধ্যায় ৩		অধ্যায় ৪		অধ্যায় ৫		অধ্যায় ৬						অধ্যায় ৭		অধ্যায় ৮	
											৬.১		৬.২		৬.৩					
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
১																				
২																				
৩																				
৪																				
৫																				
৬																				
৭																				
৮																				
৯																				
১০																				
১১																				
১২																				
১৩																				
১৪																				
১৫																				
১৬																				
১৭																				
১৮																				
মোট																				

শিখনফল ম্যাপ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড----------

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২.....

বিষয়: সমাজকর্ম ২য় পত্র বিষয় কোড: ২৭২

LO নং	অধ্যায় ১		অধ্যায় ২		অধ্যায় ৩		অধ্যায় ৪		অধ্যায় ৫		অধ্যায় ৬		অধ্যায় ৭		অধ্যায় ৮		অধ্যায় ৯	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
১																		
২																		
৩																		
৪																		
৫																		
৬																		
৭																		
৮																		
৯																		
১০																		
১১																		
১২																		
১৩																		
১৪																		
১৫																		
১৬																		
১৭																		
১৮																		
১৯																		
২০																		
২১																		
২২																		
২৩																		
২৪																		
মোট																		

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতা স্তর নির্ণয়
বিষয়: সমাজকর্ম ১ম পত্র
বিষয় কোড: ২৭১

১.	সমাজকল্যাণের মূল চালিকাশক্তি কোনটি?	
	ক.	ধর্ম ও নৈতিকতা
	খ.	ধর্ম ও মানবতাবোধ
	গ.	সহযোগিতা ও সহমর্মিতা
	ঘ.	জনকল্যাণের আকাঙ্খা

২.	সামাজিক নিরাপত্তা কোন ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করে?	
	ক.	জীবন সুরক্ষায়
	খ.	শৃঙ্খলা রক্ষায়
	গ.	অক্ষমতায় সুরক্ষা
	ঘ.	সম্পদ সুরক্ষায়

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৬ বছর বয়সী একজন কিশোর পারিবারিক দ্বন্দের কারণে হতাশাগ্রস্ত। সমাজকর্মী তার সাথে প্রথম সাক্ষাতে লক্ষ্য করলেন যে, সে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং ক্রমাগত কথা বলছে। সমাজকর্মী তাকে বাধা না দিয়ে মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনলেন । তিনি সমস্যা সমাধানে তার মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলেন।

৩.	উদ্দীপকের সমাজকর্মীর আচরণ ব্যক্তি সমাজকর্মের কোন নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?	
	ক.	গোপনীয়তা নীতি
	খ.	ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ নীতি
	গ.	আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি
	ঘ.	যোগাযোগ নীতি

৪.	নিচের কোনটি ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া?	
	ক.	অনুধ্যান ➡ সমস্যা নির্ণয় ➡ সমাধান ➡ মূল্যায়ন ➡ অনুসরণ
	খ.	অনুধ্যান ➡ অনুসরণ ➡ সমস্যা নির্ণয় ➡ সমাধান ➡ মূল্যায়ন
	গ.	অনুধ্যান ➡ সমাধান ➡ সমস্যা নির্ণয় ➡ মূল্যায়ন ➡ অনুসরণ
	ঘ.	অনুধ্যান ➡ সমস্যা নির্ণয় ➡ অনুসরণ ➡ সমাধান ➡ মূল্যায়ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দৃশ্যকল্প-১: আফ্রিকার একটি ছোট্ট গ্রামে ৬৫ বছর বয়সী বিধবা আয়ান তার ১২ বছর বয়সী নাতিকে নিয়ে বসবাস করেন। আয়ান বৃদ্ধা এবং অসুস্থ হওয়ায় সরকার তাকে নিজ বাসস্থানে ভরণপোষণ ও অন্যান্য যৎসামান্য সুবিধাদি প্রদান করে।

দৃশ্যকল্প-২: জনাব রহিম তার গ্রামে একটি টেক্সটাইল মিল স্থাপন করেন। আগে যেখানে গ্রামের তাঁতিরা হাতে কাপড় বুনতে মাসে ১০টি শাড়ি তৈরি করতেন, এখন যন্ত্রের সাহায্যে দিনে ১০০টি শাড়ি তৈরি হয়। মিলের কালো ধোঁয়া আর বর্জ্যের কারণে পাশের নদীর পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

৫.	উদ্দীপকে আয়ানের প্রাপ্ত সুবিধা ঐতিহাসিক কোন দরিদ্র আইনের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?	
	ক.	১৩৪৯ সালের দরিদ্র আইন
	খ.	১৫৯৭ সালের দরিদ্র আইন
	গ.	১৬০১ সালের দরিদ্র আইন
	ঘ.	১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন

৬.	দৃশ্যকল্প-২ এ যে বিপ্লব পরিলক্ষিত হয় তার ফলে-	
	i.	মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
	ii.	শ্রমিক ন্যায্য মজুরি লাভ করে
	iii.	জলবায়ু পরিবর্তন শুরু হয়

নিচের কোনটি সঠিক?		
	ক.	i ও ii
	খ.	i ও iii
	গ.	ii ও iii
	ঘ.	i, ii ও iii

৭.	সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা	
	ক.	নীতি প্রণয়ন কমিটিতে সরাসরি অংশগ্রহণ
	খ.	নীতি কার্যকর করার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ
	গ.	সরকারি বিভাগের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন
	ঘ.	আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নীতির তুলনা ও বিশ্লেষণ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. পাঠান একজন স্কুল শিক্ষক। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে নরসিংদীর 'উয়ারী-বটেশ্বর' এলাকার উপর একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। এতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি, তৈজসপত্র, প্রাচীন মূদ্রা, ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি থেকে ধারণা করা হয় যে এটি অনেক প্রাচীন সভ্যতা।

৮.	উদ্দীপকের গবেষণাটি একজন সমাজকর্মীকে -	
	i.	সমস্যার গঠনমূলক বিশ্লেষণে সাহায্য সহযোগিতা করে
	ii.	মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান লাভে সহায়তা করে
	iii.	ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে

নিচের কোনটি সঠিক?		
	ক.	i ও ii
	খ.	i ও iii
	গ.	ii ও iii
	ঘ.	i, ii ও iii

৯.	র‍্যাপো বলতে বোঝায়-	
	ক.	সমাজকর্মী ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে আস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক
	খ.	সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে পেশাগত প্রতিষ্ঠানের আস্থার সম্পর্ক
	গ.	সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক
	ঘ.	সমাজকর্মীর সাথে পেশাগত প্রতিষ্ঠানের আস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক

১০.	দলগত সমাজকর্মের নীতিমালা কোনটি?	
	ক.	নমনীয় কর্মকাঠামো
	খ.	সমান সুযোগ সুবিধা
	গ.	পেশাগত দায়িত্ব
	ঘ.	মানুষের সমমর্যাদা

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতা স্তর নির্ণয়
বিষয়: সমাজকর্ম ২য় পত্র
বিষয় কোড: ২৭২

১.	শহরের সুবিধাবঞ্চিত কর্মমুখী শিশু কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে কোন প্রতিষ্ঠান কাজ করে?	
	ক.	ব্র্যাক
	খ.	ইউসেপ
	গ.	প্রশিকা
	ঘ.	গ্রামীণ ব্যাংক

২.	বেকারত্ব হলো-	
	ক.	ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়া
	খ.	প্রচলিত মজুরীতে কাজ না করা
	গ.	ইচ্ছা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়া
	ঘ.	কাজ করার ইচ্ছা না থাকা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দৃশ্যকল্প-১: গার্মেন্টস কর্মি আসলাম ও লিপি দুই সন্তানকে নিয়ে একটি সুখী পরিবার। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারা সবাই মিলে খোশগল্প করেন এবং মাঝেমধ্যে ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যান।

দৃশ্যকল্প-২: শহরে বসবাসরত সচ্ছল যুবক নিলয় মায়ের ইচ্ছায় গ্রাম থেকে সীমাকে বিয়ে করে আনেন। কিন্তু সীমার শহুরে জীবনে অনভ্যস্ততা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে চরম কলহ-বিবাদ শুরু হলো। বিষয়টি বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ানোর উপক্রম হলে প্রতিবেশি সমাজকর্মী জনাব মজিদ তাদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন।

৩.	দৃশ্যকল্প-১ এ পরিবারের কোন কাজটিকে নির্দেশ করে?	
	ক.	জৈবিক
	খ.	অর্থনৈতিক
	গ.	শিক্ষামূলক
	ঘ.	বিনোদনমূলক

৪.	দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে জনাব মজিদের ভূমিকা হতে পারে-	
	ক.	দম্পতিকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা
	খ.	সুসম্পর্ক রক্ষায় দম্পতির উপর চাপ প্রয়োগ করা
	গ.	আইনি পরামর্শক হিসেবে বিচ্ছেদ ত্বরান্বিত করা
	ঘ.	দাম্পত্য মিথোস্ক্রিয়া ও অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা

৫.	বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রম শুরুর উদ্দেশ্য কী ছিলো?-	
	ক.	জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন
	খ.	রাজনৈতিক কৌশল
	গ.	যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন
	ঘ.	ধর্মের প্রচার ও প্রসার

৬.	'স্বাস্থ্য মানুষের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত', কারণ তা-	
	i.	সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক
	ii.	ক্ষমতাকাঠামো গঠনে অপরিহার্য
	iii.	সম্পর্ক বিনির্মাণে ভূমিকা রাখে

	নিচের কোনটি সঠিক?	
	ক.	i
	খ.	ii
	গ.	i ও iii
	ঘ.	ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মামুন একজন সমাজকর্মী। তার কর্মক্ষম সত্তরোর্ধ দরিদ্র প্রতিবেশি জনাব রহিম দুঃখ, বিষন্নতা ও হতাশায় ভুগছেন। মামুন তাকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য তার পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলেন। জনাব রহিম এর সমস্যা সমাধানে মামুন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন।

৭.	রহিম মিয়ার যে মানবিক সমস্যা তা সমাধানে মামুন তাকে -	
	i.	ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন
	ii.	কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন
	iii.	রাজনৈতিক দলের কাজে সম্পৃক্ত করতে পারেন

	নিচের কোনটি সঠিক?	
	ক.	i ও ii
	খ.	i ও iii
	গ.	ii ও iii
	ঘ.	i, ii ও iii

৮.	কোনটি সামাজিক এজেন্সির বৈশিষ্ট্য?	
	ক.	সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে
	খ.	এর কার্যক্রম কখনোই বন্ধ হয় না
	গ.	মুনাফা অর্জনে গুরুত্ব আরোপ করে
	ঘ.	নির্ধারিত সেবা প্রদানে নিয়োজিত

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

জহির চাকুরির প্রলোভন দেখিয়ে তার গ্রামের দরিদ্র পরিবারের এক মেয়েকে ঢাকায় নিয়ে আসলো। পরবর্তীতে সে মেয়েটিকে একটি অপরাধ চক্রের নিকট বিক্রি করে দিলো।

৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের জন্য সামাজিক আইনে জহিরের যে শাস্তি হতে পারে-
   - ক. দশ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা
   - খ. চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা
   - গ. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা
   - ঘ. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড ও জরিমানা

১০.	কেস ম্যানেজমেন্টর দ্বিতীয় ধাপ কোনটি?	
	ক.	তদারকি ও পর্যালোচনা
	খ.	পরিকল্পনা প্রণয়ন
	গ.	সমস্যা ও চাহিদা নির্ণয়
	ঘ.	বাস্তবায়ন

পরিশিষ্ট: ‘ঙ’

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ

বিষয়: সমাজকর্ম ১ম ও ২য় পত্র

বিষয় কোড: ২৭১ ও ২৭২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.	সামাজিক বিমা প্রাপকের কোন ধরনের অধিকার?	
	ক.	সামাজিক
	খ.	অর্থনৈতিক
	গ.	আইনগত
	ঘ.	মানবিক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২.	‘স্বাস্থ্য মানুষের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত’ কারণ তা-	
	i.	সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক
	ii.	ক্ষমতা কাঠামো গঠনে অপরিহার্য
	iii.	সম্পর্ক বিনির্মাণে ভূমিকা রাখে
	নিচের কোনটি সঠিক?	
	ক.	i
	খ.	ii
	গ.	i ও iii
	ঘ.	ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দৃশ্যকল্প-১: আফ্রিকার একটি ছোট্ট গ্রামে ৬৫ বছর বয়সী বিধবা আয়ান তার ১২ বছর বয়সী নাতিকে নিয়ে বসবাস করেন। আয়ান বৃদ্ধা এবং অসুস্থ হওয়ায় সরকার তাকে নিজ বাসস্থানে ভরণপোষণ ও অন্যান্য যৎসামান্য সুবিধাদি প্রদান করে।

দৃশ্যকল্প-২: জনাব রহিম তার গ্রামে একটি টেক্সটাইল মিল স্থাপন করেন। আগে যেখানে গ্রামের তাঁতিরা হাতে কাপড় বুনতে মাসে ১০টি শাড়ি তৈরি করতেন, এখন যন্ত্রের সাহায্যে দিনে ১০০টি শাড়ি তৈরি হয়। মিলের কালো ধোঁয়া আর বর্জ্যের কারণে পাশের নদীর পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

৩.	উদ্দীপকে আয়ানের প্রাপ্ত সুবিধা ঐতিহাসিক কোন দরিদ্র আইনের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?	
	ক.	১৩৪৯ সালের দরিদ্র আইন
	খ.	১৫৯৭ সালের দরিদ্র আইন
	গ.	১৬০১ সালের দরিদ্র আইন
	ঘ.	১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন

৪.	দৃশ্যকল্প-২ যে বিপ্লব পরিলক্ষিত তার ফলে -	
	i.	মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
	ii.	শ্রমিকগণ ন্যায্য মজুরি লাভ করে
	iii.	জলবায়ু পরিবর্তন শুরু হয়
	নিচের কোনটি সঠিক?	
	ক.	i ও ii
	খ.	i ও iii
	গ.	ii ও iii
	ঘ.	i, ii ও iii

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ-১)/১১৪৮

তারিখ ঃ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ / ২২ নভেম্বর ২০০৯

পরিপত্র

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক পর্যায়ের বার্ষিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে দেশের ধর্মীয় ও জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম উদ্দীপকে (Stem) ব্যবহার করা হচ্ছে, এতে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি রোধকল্পে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে ঃ

(ক) পাঠ্যপুস্তকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নাম না থাকলে প্রশ্নে উদ্দীপক হিসেবে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, সরকার, কোন জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং অঞ্চলকে নেতিকবাচকভাবে উপস্থাপন করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(গ) বাংলাদেশের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জাতীয় অনুষ্ঠানকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(ঘ) রাষ্ট্র বা জাতিকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(ঙ) সংবিধান পরিপন্থী ও রাষ্ট্র বিরোধী কোন বিষয় ব্যবহার করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

(ছ) ধর্ম, তীর্থস্থান, ধর্মীয় স্থাপনা, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদিকে অসম্মান করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

(জ) কোন অশোভনীয় বা আপত্তিকর ছবি উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না

(ঝ) সরকার এবং সমাজ কর্তৃক অননুমোদিত বা অগ্রহণযোগ্য বিষয়সমূহ (যেমনঃ বাল্য বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি) ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা যাবে না।

২। এই পরিপত্রের মর্মানুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে। এ পরিপত্রের পরিপন্থী কোন প্রশ্ন প্রনয়ন করা হলে প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন এবং প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

২২/১১/০৯

(খন্দকার রাকিবুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিতরণ ঃ

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল), কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
৭। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) [জেলার সকল বিদ্যালয়, মাদ্রাসার সকল প্রধান শিক্ষক/সুপারিটেনডেন্ট/অধ্যক্ষকে অবহিত করার অনুরোধসহ]

পরিশিষ্ট: 'ছ'

ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
বিষয়: সমাজকর্ম ১ম ও ২য় পত্র
বিষয় কোড: ২৭১ ও ২৭২

১.	রতন সাহেবের কর্মজীবী ছেলে সাহেদ দীর্ঘদিন অসুস্থ্য। ছেলের চিন্তায় তার মা শয্যাশায়ী। রতন সাহেব বেশ অস্থিরতার মাঝে দিন পার করছেন। সাহেদের ছোট ভাই বোনেরা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে। এমতাবস্থায় রতন সাহেব একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হন। রতন সাহেবের পরিবারের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী কোন শাখার জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন?	
	ক.	চিকিৎসা সমাজকর্ম
	খ.	সাইক্রিয়াটিক সমাজকর্ম
	গ.	ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
	ঘ.	শিল্প সমাজকর্ম

২.	সমাজকর্ম গবেষণার দ্বিতীয় ধাপ হলো-	
	ক.	অনুমান
	খ.	সমস্যা চিহ্নিত
	গ.	সাহিত্য পর্যালোচনা
	ঘ.	গবেষণার উদ্দেশ্য

৩.	দল সমাজকর্মের উপাদান হলো-	
	ক.	সামাজিক দল
	খ.	দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান
	গ.	দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া
	ঘ.	উপরের সবগুলো সঠিক

৪.	স্থানীয় কমিশনার মামুন তার দলবল নিয়ে নিজ এলাকায় স্কুল তৈরীর কথা বলে সকলের কাছ থেকে চাঁদা তোলে। চাঁদার সামান্য অংশ স্কুল তৈরীর কাজে খরচ করে অবশিষ্ট টাকা নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়ে যায়। মামুনের চাঁদা তোলার উদ্যোগ কোন ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজ?	
	ক.	সামাজিক কার্যক্রম
	খ.	সামাজিক আন্দোলন
	গ.	সমাজ সংস্কারমূলক
	ঘ.	স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা

৫.	শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল কোনটি?	
	ক.	শিল্পায়ন ও নগরায়ন
	খ.	শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ
	গ.	প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি
	ঘ.	দক্ষতাভিত্তিক পারিশ্রমিক প্রদান

৬.	নিচের কোন খাতে যাকাত প্রদান প্রযোজ্য নয়?	
	ক.	নিঃস্ব বেকার
	খ.	যাকাত সংগ্রহকারী
	গ.	মসজিদ
	ঘ.	মুজাহিদ

৭.	কোন মুসলিম জনহিতকর বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দানকে কী বলে?	
	ক.	ওয়াক্‌ফ ই খায়েরী
	খ.	ওয়াক্‌ফ ই লিল্লাহ
	গ.	জাকাত
	ঘ.	সদকা

৮.	সমাজসংস্কারের মূল লক্ষ্য কোনটি?	
	ক.	নাগরিক সুযোগ সুবিধা আদায়
	খ.	ক্ষতিকর প্রথা ও রীতিনীতি দূরীকরণ
	গ.	ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো
	ঘ.	শহরের খেলার মাঠ রক্ষার প্রচেষ্টা

৯.	কোনটি সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি নয়?	
	ক.	ব্যক্তি সমাজকর্ম
	খ.	দল সমাজকর্ম
	গ.	সমষ্টি সমাজকর্ম
	ঘ.	সমাজকল্যাণ প্রশাসন

১০.	পেশার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় কোনটি পেশাগত কাজের উদাহরণ?	
	ক.	ভিক্ষা করা
	খ.	আইন পাশ করে ওকালতি করা
	গ.	কৃষি কাজ
	ঘ.	ব্যবসা

১১.	বাংলাদেশে কত বছর বয়সীদের শিশু বলে গণ্য করা হয়?	
	ক.	১৪ বছর
	খ.	১৫ বছর
	গ.	১৬ বছরের কম
	ঘ.	১৮ বছরের কম

১২.	'১৬০১ সালের দরিদ্র আইন' দরিদ্রদের দারিদ্র মোচনের প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হতো এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব বিশেষ প্রশাসনিক ইউনিটকে প্রদান করা হতো। এই ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব কোন ইউনিটের উপর ন্যস্ত ছিলো?	
	ক.	কেন্দ্রিয় সরকার
	খ.	স্থানীয় প্যারিশ
	গ.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
	ঘ.	বেসরকারি দাতব্য সংস্থা

১৩.	ওয়াক্‌ফ কত প্রকার?	
	ক.	৫
	খ.	৩
	গ.	২
	ঘ.	৮

১৪.	সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো-	
	ক.	দারিদ্রতা নিরসন
	খ.	সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ
	গ.	আর্থিক সহায়তা প্রদান
	ঘ.	সমস্যার সাময়িক সমাধান

১৫.	দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানে প্রথম কোনটি অনুসরণ করতে হয়?	
	ক.	সমস্যা নির্ণয় স্তর
	খ.	অনুসন্ধান স্তর
	গ.	মূল্যায়ন স্তর
	ঘ.	সমাধান স্তর

১৬.	বেকারত্ব বলতে কী বুঝায়?	
	ক.	কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অসামর্থ্যতার জন্য কর্মহীন থাকা
	খ.	কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাজ করার অনীহা
	গ.	কাজ নেই বিধায় অল্প মজুরীতে কাজ করা
	ঘ.	উপরের কোনোটিই সঠিক নয়

১৭.	গ্রাম থেকে নগরে স্থানান্তর রোধের জন্য করণীয়-	
	i	গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়ন
	ii	গ্রামের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হ্রাস
	iii	গ্রামের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?		
	ক.	i ও ii
	খ.	i ও iii
	গ.	ii ও iii
	ঘ.	i, ii ও iii

পরিশিষ্ট: 'জ'

ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটিমুক্ত রূপ

বিষয়: সমাজকর্ম ১ম ও ২য় পত্র

বিষয় কোড: ২৭১ ও ২৭২

ত্রুটিযুক্ত রূপ			ত্রুটিমুক্ত রূপ		
১. উদ্দীপকে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে।					
১.	বাংলাদেশে কত বছর বয়সীদের শিশু বলে গণ্য করা হয়?		১.	শিশুনীতি ২০১১ অনুযায়ী বাংলাদেশে কত বছর বয়সীদের শিশু বলে গণ্য করা হয়?	
	ক.	১৪ বছর		ক.	১৪ বছর
	খ.	১৫ বছর		খ.	১৫ বছর
	গ.	১৬ বছরের কম		গ.	১৬ বছরের কম
	ঘ.	১৮ বছরের কম		ঘ.	১৮ বছরের কম
২. উদ্দীপক সহজ ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে।					
২.	'১৬০১ সালের দরিদ্র আইন' দরিদ্রদের দারিদ্র মোচনের প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হতো এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব বিশেষ প্রশাসনিক ইউনিটকে প্রদান করা হতো। এই ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব কোন ইউনিটের উপর ন্যস্ত ছিলো?		২.	১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুসারে দারিদ্র ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক দায়িত্ব কোন ইউনিটের উপর ন্যস্ত ছিলো?	
	ক.	কেন্দ্রীয় সরকার		ক.	কেন্দ্রীয় সরকার
	খ.	স্থানীয় প্যারিশ		খ.	স্থানীয় প্যারিশ
	গ.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান		গ.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
	ঘ.	বেসরকারি দাতব্য সংস্থা		ঘ.	বেসরকারি দাতব্য সংস্থা
৩. উদ্দীপক অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।					
৩.	রতন সাহেবের কর্মজীবী ছেলে সাহেদ দীর্ঘদিন অসুস্থ্য। ছেলের চিন্তায় তার মা শয্যাশায়ী। রতন সাহেব বেশ অস্থিরতার মাঝে দিন পার করছেন। সাহেদের ছোট ভাই বোনেরা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে। এমতাবস্থায় রতন সাহেব একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হন। রতন সাহেবের পরিবারের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী কোন শাখার জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন?		৩.	রতন সাহেবের কর্মজীবী ছেলে সাহেদ দীর্ঘদিন অসুস্থ্য থাকায় তার পরিবারের মধ্যে বেশ উদ্বেগ ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় তিনি একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হন। রতন সাহেবের পরিবারের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী কোন শাখার জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন?	
	ক.	চিকিৎসা সমাজকর্ম		ক.	চিকিৎসা সমাজকর্ম
	খ.	সাইক্রিয়াটিক সমাজকর্ম		খ.	সাইক্রিয়াটিক সমাজকর্ম
	গ.	ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম		গ.	ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
	ঘ.	শিল্প সমাজকর্ম		ঘ.	শিল্প সমাজকর্ম

৪. উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে বিকল্প উত্তরগুচ্ছে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি না থাকে।

৪.	দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানে প্রথম কোনটি অনুসরণ করতে হয়?	
	ক.	সমস্যা নির্ণয় স্তর
	খ.	অনুসন্ধান স্তর
	গ.	মূল্যায়ন স্তর
	ঘ.	সমাধান স্তর

৪.	দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানে প্রথম অনুসৃত স্তর কোনটি?	
	ক.	সমস্যা নির্ণয়
	খ.	অনুসন্ধান
	গ.	মূল্যায়ন
	ঘ.	সমাধান

৫. উদ্দীপক যথাসম্ভব হ্যাঁ-বোধক হতে হবে। না-বোধক শব্দ ব্যবহার অনিবার্য হলে তা পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে।

৫.১	কোনটি সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি নয়?	
	ক.	ব্যক্তি সমাজকর্ম
	খ.	দল সমাজকর্ম
	গ.	সমষ্টি সমাজকর্ম
	ঘ.	সমাজকল্যাণ প্রশাসন

৫.২	নিচের কোন খাতে যাকাত প্রদান প্রযোজ্য নয়?	
	ক.	নিঃস্ব বেকার
	খ.	যাকাত সংগ্রহকারী
	গ.	মসজিদ
	ঘ.	মুজাহিদ

৫.১	কোনটি সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি?	
	ক.	ব্যক্তি সমাজকর্ম
	খ.	দল সমাজকর্ম
	গ.	সমষ্টি সমাজকর্ম
	ঘ.	সমাজকল্যাণ প্রশাসন

৫.২	নিচের কোন খাতে যাকাত প্রদান প্রযোজ্য **নয়**?	
	ক.	নিঃস্ব বেকার
	খ.	যাকাত সংগ্রহকারী
	গ.	মসজিদ
	ঘ.	মুজাহিদ

৬. উদ্দীপকে এমন কোনো ইঙ্গিত থাকবে না যাতে পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর বাছাই করে নিতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।

৬.	শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল কোনটি?	
	ক.	শিল্পায়ন ও নগরায়ন
	খ.	শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ
	গ.	প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি
	ঘ.	দক্ষতাভিত্তিক পারিশ্রমিক প্রদান

৬	১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে সংঘটিত আমূল পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল কোনটি?	
	ক.	শিল্পায়ন ও নগরায়ন
	খ.	শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ
	গ.	প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি
	ঘ.	দক্ষতাভিত্তিক পারিশ্রমিক প্রদান

৭. নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয় এমন উদ্দীপক পরিহার করতে হবে।

স্থানীয় কমিশনার মামুন তার দলবল নিয়ে নিজ এলাকায় স্কুল তৈরীর কথা বলে সকলের কাছ থেকে চাঁদা তোলে। চাঁদার সামান্য অংশ স্কুল তৈরীর কাজে খরচ করে অবশিষ্ট টাকা নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়ে যায়।

মামুনের চাঁদা তোলার উদ্যোগ কোন ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজ?

৭.ক	ক.	সামাজিক কার্যক্রম
	খ.	সামাজিক আন্দোলন
	গ.	সমাজ সংস্কারমূলক
	ঘ.	স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা

মামুন তার বন্ধুদের নিয়ে নিজ এলাকায় স্কুল তৈরীর উদ্দেশ্যে সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অনুদান সংগ্রহ করে। সংগৃহীত অনুদানের টাকা স্কুল তৈরীর জন্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় তারা নিজেদের তহবিল থেকেও টাকা ব্যয় করে।

মামুনের কর্মকাণ্ড কোন ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজ?

৭.	ক.	সামাজিক কার্যক্রম
	খ.	সামাজিক আন্দোলন
	গ.	সমাজ সংস্কারমূলক
	ঘ.	স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা

৮. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ বিষয়বস্তু ও ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে।

৮.	সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো-	
	ক.	দারিদ্রতা নিরসন
	খ.	সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ
	গ.	আর্থিক সহায়তা প্রদান
	ঘ.	সমস্যার সাময়িক সমাধান

৮.	সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো-	
	ক.	দরিদ্র নিরসন
	খ.	সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ
	গ.	আর্থিক সহায়তা প্রদান
	ঘ.	সমস্যার সাময়িক সমাধান

৯. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।

৯.	সমাজকর্ম গবেষণার দ্বিতীয় ধাপ হলো-	
	ক.	অনুমান
	খ.	সমস্যা চিহ্নিত
	গ.	সাহিত্য পর্যালোচনা
	ঘ.	গবেষণার উদ্দেশ্য

৯.	সমাজকর্ম গবেষণার দ্বিতীয় ধাপ হলো-	
	ক.	অনুমান গঠন
	খ.	সমস্যা চিহ্নিতকরণ
	গ.	সাহিত্য পর্যালোচনা
	ঘ.	গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ

১০. পরীক্ষার্থী কর্তৃক (কমপক্ষে ৫%) বিকল্প উত্তরসমূহ নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে।

১০.	সমাজসংস্কারের মূল লক্ষ্য কোনটি?	
	ক.	নাগরিক সুযোগ সুবিধা আদায়
	খ.	ক্ষতিকর প্রথা ও রীতিনীতি দূরীকরণ
	গ.	ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো
	ঘ.	শহরের খেলার মাঠ রক্ষার প্রচেষ্টা

১০.	সমাজসংস্কারের মূল লক্ষ্য কোনটি?	
	ক.	নাগরিক সুযোগ সুবিধা আদায়
	খ.	ক্ষতিকর প্রথা ও রীতিনীতি দূরীকরণ
	গ.	চাকুরিতে মহিলা কোটা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা
	ঘ.	শহরের খেলার মাঠ রক্ষার প্রচেষ্টা

১১. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ সংখ্যাবাচক হলে ক্রমানুযায়ী বিন্যাস করতে হবে।

১১.	ওয়াক্‌ফ কত প্রকার?	
	ক.	৫
	খ.	৩
	গ.	২
	ঘ.	৮

১১.	ওয়াক্‌ফ কত প্রকার?	
	ক.	২
	খ.	৩
	গ.	৫
	ঘ.	৮

১২. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান হতে হবে।

১২.	পেশার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় কোনটি পেশাগত কাজের উদাহরণ?	
	ক.	ভিক্ষা করা
	খ.	কোর্টে আইনি সহায়তা দান
	গ.	কৃষি কাজ
	ঘ.	ব্যবসা করা

১২.	পেশার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় কোনটি পেশাগত কাজের উদাহরণ?	
	ক.	ভিক্ষা করা
	খ.	ওকালতি করা
	গ.	কৃষি কাজ
	ঘ.	ব্যবসা করা

১৩. বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Exclusive পরিহার করতে হবে।

১৩.১	গ্রাম থেকে নগরে স্থানান্তর রোধের জন্য করণীয়-	
	i	গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়ন
	ii	গ্রামের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হ্রাস
	iii	গ্রামের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?		
	ক.	i ও ii
	খ.	i ও iii
	গ.	ii ও iii
	ঘ.	i, ii ও iii

১৩.১	গ্রাম থেকে নগরে স্থানান্তর রোধের জন্য করণীয়-	
	i	গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়ন
	ii	আইন করে স্থানান্তর রোধ
	iii	গ্রামে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?		
	ক.	i ও ii
	খ.	i ও iii
	গ.	ii ও iii
	ঘ.	i, ii ও iii

১৩. বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Inclusive পরিহার করতে হবে।

১৩.২	কোন মুসলিম জনহিতকর বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দানকে কী বলে?	
	ক.	ওয়াকফ ই খায়েরী
	খ.	ওয়াকফ ই লিল্লাহ
	গ.	জাকাত
	ঘ.	সদকা

১৩.২	কোন মুসলিম জনহিতকর বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দানকে কী বলে?	
	ক.	ওয়াকফ
	খ.	দান
	গ.	জাকাত
	ঘ.	সদকা

১৪. বিকল্প উত্তরে 'উপরের সবগুলো সঠিক'- এমন বাক্য পরিহার করতে হবে।

১৪.১	দল সমাজকর্মের উপাদান হলো-	
	ক.	সামাজিক দল
	খ.	দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান
	গ.	দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া
	ঘ.	উপরের সবগুলো সঠিক

১৪.১	দল সমাজকর্মের উপাদান হলো-	
	ক.	স্থানীয় সম্পদ
	খ.	জনগণের অংশগ্রহণ
	গ.	সামাজিক দল
	ঘ.	আন্তঃসম্পর্ক

১৪. বিকল্প উত্তরে 'উপরের কোনোটিই সঠিক নয়'- এমন বাক্য পরিহার করতে হবে।

১৪.২	বেকারত্ব বলতে কী বুঝায়?	
	ক.	কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অসামর্থ্যতার জন্য কর্মহীন থাকা
	খ.	কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাজ করার অনীহা
	গ.	কাজ নেই বিধায় অল্প মজুরীতে কাজ করা
	ঘ.	উপরের কোনোটিই সঠিক নয়

১৪.২	বেকারত্ব বলতে কী বুঝায়?	
	ক.	কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অসামর্থ্যতার জন্য কর্মহীন থাকা
	খ.	কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাজ করার অনীহা
	গ.	কাজ নেই বিধায় অল্প মজুরীতে কাজ করা
	ঘ.	প্রচলিত মজুরিতে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়া

পরিশিষ্ট: ‘ঝ’

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ----------

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২---- খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সমাজকর্ম ১ম পত্র বিষয় কোড: ২৭১

চিন্তন দক্ষতার স্তর	অধ্যায়										মোট	%
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ			৭ম	৮ম		
	১	২	৩	৪	৫	৬.১	৬.২	৬.৩	৭	৮		
উচ্চতর দক্ষতা												
প্রয়োগ												
অনুধাবন												
জ্ঞান												
মোট												১০০%

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ----------

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২------ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সমাজকর্ম ২য় পত্র বিষয় কোড: ২৭২

চিন্তন দক্ষতার স্তর	অধ্যায়									মোট	%
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম		
উচ্চতর দক্ষতা											
প্রয়োগ											
অনুধাবন											
জ্ঞান											
মোট											

পরিশিষ্ট: 'ঞ'

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর উপস্থাপনের নমুনা ছক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ----------
পরীক্ষার নাম: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২ খ্রিস্টাব্দ
বিষয় : সমাজকর্ম -১ম পত্র বিষয় কোড: ২৭১

এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর (Answer key)	এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর (Answer key)
০১.		১৬.	
০২.		১৭.	
০৩.		১৮.	
০৪.		১৯.	
০৫.		২০.	
০৬.		২১.	
০৭.		২২.	
০৮.		২৩.	
০৯.		২৪.	
১০.		২৫.	
১১.		২৬.	
১২.		২৭.	
১৩.		২৮.	
১৪.		২৯.	
১৫.		৩০.	

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ----------

পরীক্ষার নামঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : সমাজকর্ম ২য় পত্র বিষয় কোডঃ ২৪২

এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর (Answer key)	এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর (Answer key)
০১.		১৬.	
০২.		১৭.	
০৩.		১৮.	
০৪.		১৯.	
০৫.		২০.	
০৬.		২১.	
০৭.		২২.	
০৮.		২৩.	
০৯.		২৪.	
১০.		২৫.	
১১.		২৬.	
১২.		২৭.	
১৩.		২৮.	
১৪.		২৯.	
১৫.		৩০.	

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ
বিষয় : সমাজকর্ম ১ম পত্র
বিষয় কোড : ২৭১

১.

চিত্র-১

চিত্র-২:

চিত্র-৩

ক. মূল্যবোধ কী? ১

খ. 'পেশা ও বৃত্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধটি অনুসরণ করলে চিত্র-১ এ উল্লিখিত ব্যক্তি সহজে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোনো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সক্ষমতা অর্জনে চিত্র-২ ও চিত্র-৩ এ ইঙ্গিতকৃত বিষয়ের গুরুত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২. **দৃশ্যকল্প-১:**

রতনপুর এলাকার মানুষ অর্থাভাবে তাদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে কাজে লাগিয়ে দেন, মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। তারা অসুস্থতায় ওঝা বা কবিরাজের শরণাপন্ন হন, বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটেন না, যাত্রাপথে খালি কলসি দেখলে যাত্রা বাতিল করেন। এমন পরিস্থিতিতে জনাব মাহফুজ উক্ত এলাকার যুবকদের সংগঠিত করে 'সুখী' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি সরকারি সহায়তায় জনগণকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে এলাকার জনগণের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তনের চেষ্টা করেন।

দৃশ্যকল্প-২:

জনাব কাশেম ঐ এলাকার বাল্যবিবাহ এবং যৌতুক সমস্যা মোকাবিলায় জনমত গঠনের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে সভা করেন, এসব সমস্যার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ কাজে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন।

ক. সমাজকর্ম প্রশাসন কী? ১

খ. 'ব্যক্তিই ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রাণ'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব মাহফুজের গৃহীত প্রথম কার্যক্রম সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মাহফুজের দ্বিতীয় উদ্যোগটি উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট নয়- বিশ্লেষণ করো। ৪

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ
বিষয়: সমাজকর্ম (২য় পত্র)
বিষয় কোড: ২৭২

১. **দৃশ্যকল্প-১:**
সম্প্রতি এক দূর্ঘটনায় বস্তিবাসী শরীফার স্বামী পা হারান। এতে পরিবার নিয়ে তার জীবনযাপন দূরুহ হয়ে পড়ে। ফলে তার সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। শরীফা তার প্রতিবেশির সহায়তায় এমন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করেন যারা শহরের দরিদ্র এবং নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। শরীফা বেগমকে তারা বিনামূল্যে দুই মাসের সেলাই শেখার প্রশিক্ষণ দেন এবং পরবর্তীতে স্বাবলম্বী হতে তাকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানটি বস্তিবাসীর অন্যান্য দূর্ভোগ দূরীকরণেও কাজ করে।

দৃশ্যকল্প-২:
জীবিকার সন্ধানে 'ক' দেশটির গ্রামের মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমানোর জন্য সরকার সারাদেশে একটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে অপর একটি কার্যক্রম গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সরকার সমাজকর্মী জনাব হালিমকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সহায়তা প্রদান করার জন্য নিয়োগ দান করে। তিনি উক্ত এলাকার অধিবাসীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সমস্যার ধরন অনুযায়ী কর্মদল গঠন করেন। তিনি তাদের জন্য সেলাই, বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি বিষয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যে 'ক' গ্রামের মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে। তারা তাদের সন্তানদের শহরে না পাঠিয়ে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেয়।

ক. দুর্যোগ প্রস্তুতি কী? ১

খ. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগত ভিত্তি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ধাপ-১ এ সরকার গৃহীত যে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ধাপ-২ এ জনাব হালিমের কার্যক্রমের ধরন চিহ্নিতপূর্বক সমাজে তার কর্মকাণ্ডের প্রভাব মূল্যায়ন করো। ৪

২. **দৃশ্যকল্প-১:**
শহরের কোনো একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র 'X' শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পাওে না, মাথা নিচু করে রাখে। কখনো কখনো সে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, অল্প শব্দেও বিরক্ত হয়ে কান ঢেকে ফেলে। অনেক সহপাঠী তার এমন আচরণ নিয়ে তাকে উপহাস করে দূরে সরে যায়।

দৃশ্যকল্প-২: Y একজন ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত রোগী। কিছুদিন আগে অসুস্থ অবস্থায় অন্য একজনের রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে তার শরীরে এ ভাইরাস প্রবেশ করে। তিনি চিকিৎসা নিতে থাকেন। কিন্তু তার আত্মীয়স্বজন তার ধারে কাছে আসেন না, প্রতিবেশিরাও তাকে এড়িয়ে চলেন। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। তার বাবা-মা খুবই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করছেন। এমতাবস্থায় স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক তার বাবা-মাকে সমাজকর্মী জনাব তাওয়াবের সাথে পরামর্শ করতে বলেন। জনাব তাওয়াব গ্রামের সকলকে নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন।

ক. জলবায়ু পরিবর্তন কী? ১

খ. মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা- ব্যাখা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ ছাত্র 'X' এর আচরণ কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উদ্ভুত পরিস্থিতি ব্যাখ্যাপূর্বক তা থেকে উত্তরণে সমাজকর্মী তাওয়াবের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

পরিশিষ্ট : 'ঠ'

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও নমুনা উত্তর (Sample Answer)

সমাজকর্ম প্রথম পত্র

১.

চিত্র-১

চিত্র-২:

চিত্র-৩

ক. মূল্যবোধ কী? ১

খ. 'পেশা ও বৃত্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধটি অনুসরণ করলে চিত্র-১ এ উল্লিখিত ব্যক্তি সহজে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোনো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সক্ষমতা অর্জনে চিত্র-২ ও চিত্র-৩ এ ইঙ্গিতকৃত বিষয়ের গুরুত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১.ক নং প্রশ্নের নম্বর পদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.ক	১	জ্ঞান	১	মূল্যবোধের ধারণা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.ক নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

মূল্যবোধ বলতে মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদন্ডকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো ঘটনা বা অবস্থার ভাল-মন্দ বিচার করা হয়।

১.খ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.খ	২	অনুধাবন	২	পেশা ও বৃত্তির পারস্পারিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	পেশা বা বৃত্তির ধারণা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.খ নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

পেশা ও বৃত্তি একে আপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। পেশা ও বৃত্তি উভয়ই জীবন ধারণের উপায়কে নির্দেশ করে। বৃত্তি হলো জীবন ধারণের সাধারণ উপায়, যেমন-বিক্সাচালনা। পেশা বলতে বিশেষ কোনো বিষয়ের নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বৃত্তিকে বুঝায়, যেমন-ডাক্তার। বাহ্যিক দিক হতে পেশা এবং বৃত্তিকে সমার্থবোধক মনে হলেও উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তা হলো পেশা হচ্ছে জীবিকা উপার্জনের বিশেষ উপায় এবং বৃত্তি হচ্ছে সাধারণ উপায়। সহজভাবে বললে সব পেশাই এক ধরণের বৃত্তি কিন্তু সব বৃত্তি পেশা নয়।

১.গ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.গ	৩	প্রয়োগ	৩	সম্পদের সদ্ব্যবহার মূল্যবোধটি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
		অনুধাবন	২	সম্পদের সদ্ব্যবহার মূল্যবোধটির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	সম্পদের সদ্ব্যবহার মূল্যবোধটি চিহ্নিত করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.গ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

মূল্যবোধটি হলো সম্পদের সদ্ব্যবহার। সম্পদের সদ্ব্যবহার বলতে সমাজের বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করাকে বুঝায়, যার মাধ্যমে সাহায্যার্থীর সার্বিক কল্যাণ অর্জিত হয়। এটি কেবল সম্পদের সঠিক ব্যবহারই নয় বরং সীমিত সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করা বুঝায় যাতে তা সমাজের সর্বোচ্চ উপকার করে এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিকে স্বাবলম্বী করতে সাহায্য করে। উদ্দীপক চিত্র-১ এ অনেকগুলো সম্পদ ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় আছে। ব্যক্তির লক্ষ্য হলো দেওয়াল টপকিয়ে অপর প্রান্তে যাওয়া বা দেখা। কিন্তু অনেকগুলো মই থাকা সত্ত্বেও তার কোনটিই ব্যবহার না করার কারণে তিনি কাজটি সম্পন্ন করতে পারছেন না। অথচ এর মধ্যে শুধু একটি মইয়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে ব্যক্তি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারতেন নাা। সুতরাং সম্পদের সদ্ব্যবহার মূল্যবোধটি অনুসরণ করলে উক্ত ব্যক্তি সহজেই তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন।

১.ঘ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১. ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	সামাজিক ন্যায়বিচার্র এবং যৌথ দায়িত্ব বা যৌথ দায়িত্ব ব্যাখ্যাপূর্বক কোনো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সক্ষমতা অর্জনে উল্লিখিত মূল্যবোধের গুরুত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারলে
		প্রয়োগ	৩	সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক দায়িত্ব বা যৌথ দায়িত্ব ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে
		অনুধাবন	২	সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক দায়িত্ব বা যৌথ দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	চিত্র-২ এ সামাজিক ন্যায়বিচার এবং চিত্র-৩ এ সামাজিক দায়িত্ব বা যৌথ দায়িত্ব চিহ্নিত করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.ঘ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

উদ্দীপকের চিত্র-২ এ সামাজিক ন্যায়বিচার ও চিত্র-৩ এ সামাজিক দায়িত্ব এই মূল্যবোধের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, গোত্র নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সুবিচার নিশ্চিত করার নাম সামাজিক ন্যায়বিচার। উদ্দীপকের ২য় চিত্রে সামাজিক ন্যায় বিচারের ইঙ্গিত রয়েছে। দাড়িপাল্লা সম্বলিত চিত্রটি ন্যায়বিচারের প্রতীক। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের প্রতি যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি সমাজের প্রতিও দায়িত্ব রয়েছে। ব্যক্তিকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনই সামাজিক দায়িত্ব বা যৌথ দায়িত্ব। ৩য় চিত্রটিতে পারস্পরিক সংযোগ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব বা যৌথ দায়িত্ব পালনের ইঙ্গিত রয়েছে। কোনো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সক্ষমতা অর্জনে সমাজকর্ম পেশায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও যৌথ বা সামাজিক দায়িত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক ন্যায়বিচার সমতা ও ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করে, মানবাধিকার রক্ষা করে, সামাজিক বঞ্চনা দূর করে, অধিকার সচেতন মানুষ হিসেবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে গড়ে তোলে। অপরপক্ষে যৌথ বা সামাজিক দায়িত্ববোধ সমষ্টিগত কল্যাণ নিশ্চিত করে, সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলে, অসমতা ও বঞ্চনা কমায়। পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়িত্বসহ অন্যান্য মূল্যবোধ সমাজকে সমতা, ন্যায্যতা, সহযোগিতা ও মানবিকতার পথে এগিয়ে নেয়। ফলে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও টেকসই সমাজ গড়ে ওঠে। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক দায়িত্ব এ দুটো মূল্যবোধের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। সামাজিক

ন্যায়বিচার কাঠামোগত পরির্তন আনে, সামাজিক দায়িত্ব তাঃক্ষণিক সহায়তা ও সামাজিক অর্ন্তভূক্তি নিশ্চিত করে। সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিকে অধিকার সচেতন করে আর সামাজিক দায়িত্ব সেই অধিকার বাস্তবায়নে সামাজিক সমর্থন দেয়। একটি হলো রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব অন্যটি হলো ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়ের দায়িত্ব। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সক্ষমতা অর্জনে দুটো মূল্যবোধেরই গুরুত্ব অপরিসীম।

২. **দৃশ্যকল্প-১:**

রতনপুর এলাকার মানুষ অর্থাভাবে তাদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে কাজে লাগিয়ে দেন, মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। তারা অসুস্থতায় ওঝা বা কবিরাজের শরণাপন্ন হন, বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটেন না, যাত্রাপথে খালি কলসি দেখলে যাত্রা বাতিল করেন। এমন পরিস্থিতিতে জনাব মাহফুজ উক্ত এলাকার যুবকদের সংগঠিত করে 'সুখী' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি সরকারি সহায়তায় জনগণকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে এলাকার জনগণের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তনের চেষ্টা করেন।

দৃশ্যকল্প-২:

জনাব কাসেম ঐ এলাকার বাল্যবিবাহ এবং যৌতুক সমস্যা মোকাবিলায় জনমত গঠনের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে সভা করেন, এসব সমস্যার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ কাজে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন।

ক. সমাজকর্ম প্রশাসন কী? ১

খ. 'ব্যক্তিই ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রাণ'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ জনাব মাহফুজের গৃহীত কার্যক্রম সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ কাসেমের উদ্যোগটি উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট নয়- বিশ্লেষণ করো। ৪

২.ক নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.ক.	১	জ্ঞান	১	সমাজকর্ম প্রশাসনের ধারণা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

২.ক নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াই হলো সমাজকর্ম প্রশাসন।

২.খ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.খ	২	অনুধাবন	২	ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রাণ তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	সমাজকর্মের ভাষায় ব্যক্তির ধারণা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

২.খ নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

সমাজকর্মের ভাষায় ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝায়। ব্যক্তি সমাজকর্মে প্রথম ও প্রধান উপাদান হলো ব্যক্তি নিজে। ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রাণ হিসেবে ব্যক্তিকেই গণ্য করা হয়। কারণ সমাজকর্মীর মূল উদ্দেশ্য হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সক্ষমতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তার সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা। ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে ব্যক্তি। ব্যক্তি না থাকলে সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তিই ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রাণ।

২.গ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.গ	৩	প্রয়োগ	৩	সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে
		অনুধাবন	২	সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

২.গ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

মাহফুজ সাহেবের প্রথম গৃহীত কার্যক্রম সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি হলো পেশাদার ব্যক্তি এবং সমষ্টির জনগণের যৌথ কার্যক্রম, যেগুলো সমষ্টির সদস্যদের সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করা, আত্মসাহায্যের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল নেতৃত্বের বিকাশ এবং নতুন স্থানীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন বা পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে গৃহীত। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনুন্নত, স্থবির ও পল্লী এলাকার পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে সমষ্টির উন্নয়ন সাধন করা হয়। উদ্দীপকে মাহফুজ সাহেব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সুখী গড়ে তুলে সরকারি সহায়তা ও জনগণের সহায়তায় এলাকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মাহফুজ সাহেবের কর্মকাণ্ড সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

২.ঘ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপন করে উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে অন্যান্য মৌলিক পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারলে
		প্রয়োগ	৩	সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
		অনুধাবন	২	সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি চিহ্নিত করে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

২.ঘ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

দৃশ্যকল্প-২ এ গৃহীত উদ্যোগটি হলো সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি। সামাজিক কার্যক্রম সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। এটি এমন একটি যৌথ প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করা অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে বাধা প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানে কতকগুলো স্তর অতিক্রম করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। এর মধ্যে জনসচেতনতার স্তর অন্যতম। সামাজিক কার্যক্রমের এই প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত সমস্যার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয় এবং জনগণের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, জনাব কাসেম উক্ত এলাকার বাল্য বিবাহ এবং যৌতুক সমস্যা সমাধানে জনমত গঠনের জন্য এলাকার মানুষকে নিয়ে সভা করেছেন। তাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ ও যৌতুক সমস্যা সমাধানে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য একত্রে কাজ করতে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন। এ থেকে বলা যায় যে, উক্ত এলাকার সমস্যা সমাধানে তিনি সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি অনুসরণ করছেন। উদ্দীপকের বাল্যবিবাহ ও যৌতুক সমস্যা মোকাবিলায় শুধু জনমত গঠন বা অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। তাকে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। এজন্য সরাসরি ভুক্তভোগী ব্যক্তি এবং তার পরিবারের সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করতে পারেন। তিনি নারী, পুরুষ, বয়স, পেশা ইত্যাদি ভিত্তিতেও বিভিন্ন দলের সাথে কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ উদ্দীপকে উল্লিখিত জটিল সমস্যার অধিকতর কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে শুধু সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। বরং এর সাথে সমাজকর্মের অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান করা সম্ভব।

সমাজকর্ম -দ্বিতীয় পত্র

১. **দৃশ্যকল্প-১:**

সম্প্রতি এক দূর্ঘটনায় বস্তিবাসী শরীফা তার স্বামীকে হারান। এতে পরিবার নিয়ে তার জীবনযাপন দূরুহ হয়ে পড়ে। শরীফা তার প্রতিবেশির সহায়তায় এমন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করেন যারা শহরের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। শরীফা বেগমকে তারা বিনামূল্যে দুই মাসের সেলাই শেখার প্রশিক্ষণ দেন এবং পরবর্তীতে স্বাবলম্বী হতে তাকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানটি বস্তিবাসীর অন্যান্য দূর্ভোগ দূরীকরণেও কাজ করে।

দৃশ্যকল্প-২:

জীবিকার সন্ধানে 'ক' দেশটির গ্রামের মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমানোর জন্য সরকার সারাদেশে একটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে অপর একটি কার্যক্রম গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সরকার সমাজকর্মী জনাব হালিমকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সহায়তা প্রদান করার জন্য নিয়োগ দান করে। তিনি উক্ত এলাকার অধিবাসীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সমস্যার ধরন অনুযায়ী কর্মদল গঠন করেন। তিনি তাদের জন্য সেলাই, বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি বিষয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যে 'ক' গ্রামের মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে। তারা তাদের সন্তানদের শহরে না পাঠিয়ে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেয়।

ক. দুর্যোগ প্রস্তুতি কী? ১

খ. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগত ভিত্তি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ সরকার গৃহীত যে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের ইঙ্গিত রয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ জনাব হালিমের কার্যক্রমের ধরন চিহ্নিতপূর্বক সমাজে এর প্রভাব মূল্যায়ন করো। ৪

১.ক নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.ক.	১	জ্ঞান	১	দুর্যোগ প্রস্তুতি ধারণা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.ক নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

দুর্যোগপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ, জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ইত্যাদি দুর্যোগ প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত।

১.খ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.খ	২	অনুধাবন	২	কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগত ভিত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগত ভিত্তির ধারণা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.খ. নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগত ভিত্তি হলো 'অপরাধপ্রবণ কিশোর- কিশোরীদের শাস্তি নয়, সংশোধন।' কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্যগত ভিত্তি হলো অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে তাদের আচরণ ও মনোভাব সংশোধন করা, পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং সমাজে তাদের পুনঃসংযোগ করা, যাতে তারা ভবিষ্যতে সমাজে দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

১.গ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.গ	৩	প্রয়োগ	৩	শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ধারণার সাথে দৃশ্যকল্প ১ এর সামঞ্জস্যতা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চিহ্নিত করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.গ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

'শহর সমাজসেবা' কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম হলো শহর এলাকায় সরকারিভাবে পরিচালিত একট সমষ্টিকেন্দ্রীক সমাজসেবা কার্যক্রম। এটি শহরবাসী জনগণ এবং সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় যৌথভাবে পরিচালিত এমন একটি কার্যক্রম যার মাধ্যমে শহরবাসীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শহর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এজন্য শহরাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে সরকারি প্রতিষ্ঠান শরীফার দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করেছে যা শরীফার দারিদ্র দূরীকরণে সহায়তা করবে। তাছাড়াও বস্তিবাসীর অন্যান্য সমস্যা নিরসনেও প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে। অতএব, দৃশ্যকল্প-১ এ যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তা শহর সমাজসেবা কার্যক্রমেরই প্রতিফলন।

১.ঘ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১. ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) এর ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্তপূর্বক সমাজে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারলে
		প্রয়োগ	৩	গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) এর ধারণা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	'গ্রামীণ সমাজসেবা' কার্যক্রম (আরএসএস) ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	'গ্রামীণ সমাজসেবা' কার্যক্রম (আরএসএস) চিহ্নিত করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.ঘ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

উদ্দীপকে হালিমের কর্মকান্ড 'গ্রামীণ সমাজসেবা' কার্যক্রম (আরএসএস) কে নির্দেশ করছে। গ্রামীণ সমাজসেবা হলো সমষ্টি উন্নয়নকেন্দ্রিক একটি বহুমূখী সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এটি গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে। এজন্য গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে তাদের দক্ষতাবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। দৃশ্যকল্প-২ এ জীবিকার তাগিদে মানুষের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শহরমূখী প্রবণতা হ্রাসের জন্য সমাজকর্মী জনাব হালিম হালিম উক্ত এলাকার অধিবাসীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সমস্যার ধরন অনুযায়ী কর্মদল গঠন করেন। তিনি তাদের জন্য সেলাই, বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি বিষয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাই বলা যায় জনাব হালিমের কর্মকান্ড গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস)' কেই নির্দেশ করছে। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম এ মাধ্যমে গ্রামের দুঃস্থ, অস্বচ্ছল ও স্বল্পশিক্ষিত নারী-পুরুষদের বিভিন্ন ধরনের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করেন। এর ফলে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পায়, তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। দলীয়ভাবে কাজ করার মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। উদ্দীপকে জনাব হালিম এর কর্মকাণ্ডে 'ক' গ্রামের মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে। তারা তাদের সন্তানদের শহরে না পাঠিয়ে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেয়। অর্থ্যাৎ গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম এ মাধ্যমে গ্রামের

মানুয়ের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য দিন দিন তাদের শহরমুখী প্রবণতাও হ্রাস পাচ্ছে।

২. **দৃশ্যকল্প-১:** শহরের কোনো একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র 'X' শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না, মাথা নিচু করে রাখে। কখনো কখনো সে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, অল্প শব্দেও বিরক্ত হয়ে কান ঢেকে ফেলে। অনেক সহপাঠী তার এমন আচরণ নিয়ে তাকে উপহাস করে দূরে সরে যায়।

দৃশ্যকল্প-২: Y একজন ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত রোগী। কিছুদিন আগে অসুস্থ অবস্থায় অপরিচিত একজনের রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে তার শরীরে এ ভাইরাস প্রবেশ করে। তিনি চিকিৎসা নিতে থাকেন। কিন্তু তার আত্মীয়স্বজন তার ধারে কাছে আসেন না, প্রতিবেশিরাও তাকে এড়িয়ে চলেন। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। তার বাবা-মা খুবই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করছেন। এমতাবস্থায় স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক তার বাবা-মাকে সমাজকর্মী জনাব হাসানের সাথে পরামর্শ করতে বলেন। জনাব হাসান Y এর বাড়িতে গিয়ে তার মা-বাবাকে কাউন্সেলিং এবং মনোচিকিৎসার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

ক. জলবায়ু পরিবর্তন কী? ১

খ. মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ ছাত্র 'X' এর আচরণ কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. Y এর রোগটি চিহ্নিতপূর্বক সমস্যা থেকে উত্তরণে সমাজকর্মী হিসেবে জনাব হাসানের ভূমিকা যথেষ্ঠ কি না- যুক্তিসহ মতামত দাও । ৪

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও নমুনা উত্তর (Sample Answer)

২.ক নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.ক.	১	জ্ঞান	১	জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

২.ক নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

জলবায়ু পরিবর্তন হলো কোনো অঞ্চলের গড় আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

২.খ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.খ	২	অনুধাবন	২	মাদকাসক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	মাদকাসক্তির ধারণা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

২.খ. নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

মাদক দ্রব্য যেমন: গাঁজা, হেরোইন, ইয়াবা ইত্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত বলে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। অপর পক্ষে, সামাজিক সমস্যা হলো সমাজজীবনের এমন একটি অস্বাভাবিক অবস্থা যা সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠীর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং যা সমাধানে যৌথ সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং তা সমাধানযোগ্য। সামাজিক সমস্যার ধারণা বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় মাদকাসক্তির ধারণা বিশ্লেষণেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়। তাই মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা।

২.গ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.গ	৩	প্রয়োগ	৩	অটিজম সমস্যার ধারণা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের ছাত্র X এর সমস্যাটি অটিজম হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে
		অনুধাবন	২	অটিজম সমস্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	অটিজম সমস্যাটি চিহ্নিত করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

২.গ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

দৃশ্যকল্প-১ এ X এর আচরণে অটিজম সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অটিজম হলো মস্তিষ্কের স্নায়ু বিকাশের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা, যা শিশুর মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগ, সামাজিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা এবং আচরণের পুনারাবৃত্তির সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যাগুলো মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যার কারণে হয়ে থাকে। উদ্দীপকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র X এর আচরণের যে সকল লক্ষণ-যেমন অন্যান্য সহপাঠিদের সাথে মিশতে না পারা, চোখে চোখ রেখে কথা বলতে না পারা, হঠাৎ চিৎকার করে ওঠা, অল্প শব্দে বিরক্ত বোধ করা ইত্যাদি অটিজমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষণ। তাই বলা যায় উদ্দীপকের ছাত্র X এর সমস্যাটি অটিজম।

২.ঘ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২. ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	এইডস রোগের ধারণা/বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারলে
		প্রয়োগ	৩	এইডস রোগের ধারণা/বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
		অনুধাবন	২	এইডস রোগের ধারণা/বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	এইডস রোগ চিহ্নিত করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

২.ঘ নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

Y এইডস রোগে আক্রান্ত। এইডস প্রতিকারহীন কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য এক মরণব্যাধি। এইডস রোগীর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত অপরীক্ষিত রক্ত গ্রহণ করলে এইডস রোগ হয়। এইডস রোগীরা শারীরিকভাবে আক্রান্ত হবার পাশাপাশি মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের ব্যক্তিজীবনের সাথে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। দৃশ্যকল্প-২ Y একজন ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত রোগী। কিছুদিন আগে অসুস্থ অবস্থায় অপরিচিত একজনের রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে তার শরীরে এ ভাইরাস প্রবেশ করে। সুতরাং Y একজন এইডস রোগী। তার আত্মীয়স্বজন তার ধারে কাছে আসেন না, প্রতিবেশিরাও তাকে এড়িয়ে চলেন। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। সমস্যা থেকে উত্তরণে সমাজকর্মী হিসেবে জনাব হাসান বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে রোগীর সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করতে পারতেন। প্রতিরোধমূলক, শিক্ষা ও সচেতনতা, বৈষম্য দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংযোগ ঘটানো ইত্যাদি ভূমিকা নিতে পারতেন। গ্রামবাসীদের নিয়ে সভার আয়োজন করতে পারতেন। পাড়া প্রতিবেশী, গ্রামবাসী এবং পবিারের সদস্যদের এইডস ভাইরাস কীভাবে সংক্রমিত হতে পারে সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারতেন। এইডস রোগীর সাথে সাধারণ চলাফেরায় কোনো সমস্যা নেই। এসব তথ্য প্রদান করে সবাইকে সচেতন করতে পারতেন। রোগীর কাউন্সেলিং এবং মনোচিকিৎসারও প্রয়োজন হয়। এটা আক্রান্ত ব্যক্তিকে মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক দিক হতে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা প্রদানে নিয়োজিতদের সমর্থন প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাসান শুধু Y এর বাড়িতে গিয়ে তার মা-বাবাকে কাউন্সেলিং এবং মনোচিকিৎসার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। অতএব বলা যায়, সমস্যা থেকে উত্তরণে সমাজকর্মী হিসেবে জনাব হাসানের ভূমিকা যথেষ্ঠ ছিল না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ছকে প্রদর্শিত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শুধু পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য। এ ছক থেকে পরীক্ষকবৃন্দ পূর্ণ/আংশিক নম্বর প্রদানের দিক নির্দেশনা পাবেন। এটি শিক্ষার্থী/পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য

পরিশিষ্ট: 'ড' পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৮, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৬ জুন ২০০৭

নং শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯—দেশের মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষাক্রমের আওতায় ৯ম-১০ম শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার বিশেষ শাখা (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) বেছে নিতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা গেলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী ব্যাপকভিত্তিক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যে গত ১২-৭-২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৬০ প্রজ্ঞাপনমূলে ২০০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে মাধ্যমিক স্তরে (৯ম শ্রেণীতে) একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন এবং আগামী ২০০৮ সালে এস.এস.সি পরীক্ষা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে মর্মে নির্দেশনা ছিল। প্রস্তুতি হিসেবে দেশব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা, অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ সংস্কার কর্মসূচির প্রচার ও উদ্বুদ্ধ করণার্থে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকদের নিকট সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপানুষ্ঠানিক পত্র দেন। একইভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক পত্রে একমুখী শিক্ষা কর্মসূচিকে সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়।

২। অনিবার্য কারণে ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/১৭৮৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তীতে গত ১৪ আগস্ট ২০০৬ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/

সেসিপ/২০০৪/১১৯৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ৩১-১২-২০০৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বর্তমানে সরকার একমুখী শিক্ষা স্থগিত রেখে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আওতায় নতুন পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ—

(১) এস.এস.সি পরীক্ষায় ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature চারু ও কারুকলা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের জন্য—

(ক) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Question) ব্যবহার করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রতিটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন গঠিত হবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে।

(খ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ শতাংশ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত থাকবে, তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিতে ৩৫ শতাংশ, কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ৩০ শতাংশ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

(গ) প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। এই হিসাবে বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

(ঘ) যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৬০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৬টি প্রশ্নর উত্তর দিতে হবে। যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

(ঙ) প্রশ্ন প্রণেতাগণ বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু (Content Coverage) বিবেচনায় এনে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। এজন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করতে হবে।

(চ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করবার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর (Model Answer) ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Marking Scheme) বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন।

(ছ) পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন। উত্তরপত্র প্রকৃত মূল্যায়নের পূর্বে প্রধান পরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত নম্বর প্রদানকে নির্ভরযোগ্য করবেন।

(২) এই পরীক্ষা সংস্কার ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.এস পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই পরীক্ষা সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৩) ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহের নম্বর বন্টন প্রশ্নের ধরণে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।

(৪) ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে গ্রেড ও জিপিএ নির্ধারণে বর্তমান নিয়মই বহাল থাকবে।

(৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রশ্নপত্র প্রণেতা, মডারেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৬) প্রকল্প পরিচালক, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টিকিউআই)-এর সাথে প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক)।

মু, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ এপ্রিল ২০০৮

নং- শিম/শা: ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/ ২০০৪/৬৯৪--সংস্কারকৃত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬ জুন ২০০৭ তারিখের শিম/শা:১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারী করা হলো:

১) কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি- ''সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি'' হিসেবে বিবেচিত হবে।

২) ২০১০ সাল থেকে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বাংলা ১ম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩) ২০১১ সাল হতে পূর্ণাঙ্গভাবে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৪) চলতি বছর ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যাতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে পারে এবং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকেই ৮ম শ্রেণীতে ন্যূনতম পরিসরে হলেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সূচনা করতে হবে। সংশি-ষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৫) ২০০৯ সাল হতে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে।

৬) সমতার স্বার্থে এসএসসি'র সমপর্যায়ে মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় ২০১১ সাল থেকে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয়ের মাদ্‌রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৭) এসএসসি পরীক্ষার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের এইচএসসি পরীক্ষা এবং একইভাবে সমমানের মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা সংশি-ষ্ট পাবলিক পরীক্ষাতেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হবে। মন্ত্রণালয়ের কলেজ এবং মাদ্‌রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৮) সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির যৌক্তিকতা তুলে ধরে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এসইএসডিপি প্রকল্প থেকে প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৯) সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য এসইএসডিপি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে স্থাপিত Bangladesh Examinations Development Unit (BEDU) কে আরও কার্যকর **ভূমিকা** পালন করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্প ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় এবং বিষয়বস্ড়ু সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্ড়ক প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।

১১) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও গবেণার জন্য এনসিটিবি এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ড যৌথ উদ্যোগে একটি সেল গঠন করবে। এ সেল সৃজনশীল প্রশ্নপত্র আহ্বান ও যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করবে।

২। ১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সমূহ ব্যতিত ০৬ জুন ২০০৭ তারিখের শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে বিধৃত অন্যান্য বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে। পরিপত্রের বর্ণিত নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের সংশি-ষ্ট অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ, সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, সেকেন্ডোরী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টসহ সংশি-ষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বাস্ড়বায়ন করবে।

৩। এতদ্‌বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২৯ জুলাই, ২০০৭ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৭/১৩১৫ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রম এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

বাবলু কুমার সাহা
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(শাখা-১১)

নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪(অংশ)/৭০৯ তারিখঃ ১ জুলাই, ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্নমুখী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক বা সমমানের স্তরে বিদ্যমান প্রশ্ন পদ্ধতির স্থলে 'সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি' প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে এস. এস. সি. পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিপূর্বেকার নির্ধারিত বাস্তবায়ন সময়সূচি পর্যালোচনা করে সরকার উক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সংশোধিত সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ করেছে:

(ক) পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় বাংলা প্রথম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে;

(খ) ২০১১ সালে উপরি-উক্ত বাংলা প্রথম পত্র ও ধর্ম বিষয়সহ সাধারণ শিক্ষা ধারার বিভিন্ন শাখায় (মানবিক,বাণিজ্য ও বিজ্ঞান) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে,যথা:-

শাখা	বিষয়	
মানবিক শাখা	ভূগোল	সাধারণ বিজ্ঞান
বাণিজ্য শাখা	ব্যবসায় পরিচিতি	সাধারণ বিজ্ঞান
বিজ্ঞান শাখা	রসায়ন বিজ্ঞান	সামাজিক বিজ্ঞান

:

(গ) ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ শিক্ষা ধারায় ৬ষ্ঠ,৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতির আওতাভুক্ত সকল বিষয়ে প্রবর্তিত সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি বহাল থাকবে।

২। মাদরাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল স্তরে ২০১১ সালে বাংলা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩। সকল শিক্ষা ধারায় (সাধারণ,মাদরাসা ও কারিগরি) মাধ্যমিক বা সমমান স্তরে পূর্ণাঙ্গভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

(মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহমেদ)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/২৫০ তারিখ ঃ ০৮ চৈত্র ১৪১৬ / ২২ মার্চ ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১১ সালে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.সি পরীক্ষায় ৭টি বিষয় যথা ঃ (১) বাংলা ১ম পত্র (২) ধর্ম (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) সামাজিক বিজ্ঞান (৫) ভূগোল (৬) রসায়ন ও (৭) ব্যবসায় পরিচিতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল পরীক্ষায় (১) বাংলা ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ)/৭০৯ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইতোপূর্বে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

২। ২০১২ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও নিম্নোল্লিখিত অতিরিক্ত আরও ১১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়সমূহ যথা ঃ (১) পদার্থ বিজ্ঞান (২) জীববিজ্ঞান (৩) ইতিহাস (৪) অর্থনীতি (৫) পৌরনীতি (৬) হিসাব বিজ্ঞান (৭) ব্যবসায় উদ্যোগ (৮) বাণিজ্যিক ভূগোল (৯) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১০) কৃষি শিক্ষা ও (১১) কম্পিউটার শিক্ষা।

৩। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০১২ সালের দাখিল পরীক্ষায় (১) রসায়ন (২) সামাজিক বিজ্ঞান ও (৩) কোরআন মাজিদ বিষয়সমূহের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে।

৪। গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় আসবে না।

৫। ইহা জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত ঃ ২২/০৩/২০১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/২৫০/১(১৪) তারিখ ঃ ০৮ চৈত্র ১৪১৬ / ২২ মার্চ ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

(১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(২) প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(৩) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
(৪) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
(৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
(৬) পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(৭) অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।
(৮) ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
(৯) অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
(১০) ড. সফিউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক, বাংলা, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (গাজী ভবন, ৬ সি, ৪১ নয়াপল্টন, ঢাকা)।
(১১) প্রফেসর হাসপিয়া বশির উল্লাহ, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
(১২) জনাব রবিউল কবীর চৌধুরী, বিশেষজ্ঞ (পরীক্ষা ও মূল্যায়ন), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(১৩) গাজী মোঃ আহসানুল কবীর, পরামর্শক (কারিকুলাম), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(১৪) সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।(তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

২২/৩/২০১০
(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০

তারিখ ঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ০৭ জুন ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১২ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্র বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। **প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ ঃ**

সৃজনশীল প্রশ্ন	৬০
বহু নির্বাচনী প্রশ্ন	৪০
মোট	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে ইহা জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত ঃ ০৭/০৬/২০১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০

তারিখ ঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ০৭ জুন ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৮। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১১। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ---------- (সকল অঞ্চল)।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল)।
১৪। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৫। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

9/6/2010
(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮ তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮ / ২৩ জুন ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিখণ পদ্ধতির গুনগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ সাল হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য আলিম পরীক্ষায় (১) বাংলা প্রথমপত্র ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০১৪ সাল থেকে আলিম পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়টি এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
২৩/০৬/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮ তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮ / ২৩ জুন ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)
☎ ৭১৬৪৭৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/ ৩০৭ তারিখ ঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৮ / ০৫ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পৌরনীতি, রসায়ন এবং ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ ঃ

বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) অংশের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পৌরনীতি, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	৬০	৪০	-	১০০
রসায়ন	৪০	৩৫	২৫	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ০৫/০৭/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/ ৩০৭/১(১২০৭) তারিখ ঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৮ / ০৫ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল)।
১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ---------- (সকল অঞ্চল)।
১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

(নুমেরী জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯ তারিখ : ২৬ মাঘ ১৪১৮ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) অংশের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান	৪০	৩৫	২৫	১০০
হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা	৬০	৪০		১০০
ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ	৬০	৪০		১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ০৬/০২/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯ তারিখ : ২৬ মাঘ ১৪১৮ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে :

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল)।
১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ---------- (সকল অঞ্চল)।
১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৮-০২-১২
(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫ তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪১৮ / ১৯ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিখণ পদ্ধতির গুণগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য দাখিল পরীক্ষায় (১) কম্পিউটার শিক্ষা, (২) পদার্থ বিজ্ঞান ও (৩) জীব বিজ্ঞান বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৭/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫ তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪১৮ / ১৯ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/ ৬৭৮ তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ / ১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের জেএসসি/জেডিসি, ২০১৫ সালের এসএসসি/দাখিল এবং ২০১৭ সালের এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

ক্রমিক	পরীক্ষার নাম	বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামো) প্রশ্নের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	মোট নম্বর	বাস্তবায়নকাল
১.	জেএসসি/জেডিসি	গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৪
২.	এসএসসি/দাখিল	গণিত ও উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৫
৩.	এইচএসসি/আলিম	উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৭

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/=
তারিখ: ১৯/০৯/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/ ৬৭৮ তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ / ১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(এ জেড এম নুরুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)
ই-মেইলঃ sas_sec2@moedu.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moedu.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০ তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী দাখিল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা-২০১৬ এবং দাখিল ও এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৭ নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ এবং নম্বর বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

২। পরীক্ষার নাম, বাস্তবায়নকাল এবং বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নের নম্বর বিভাজন :

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
দাখিল	২০১৬	১. পৌরনীতি ও নাগরিকতা	পূর্ণনম্বর : ১০০		১০০	নাই	৪০	৬০
এইচএসসি	২০১৬	২. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৩. যুক্তিবিদ্যা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		৫. ফিন্যান্স ব্যাঙ্কিং ও বীমা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDP), Sec-11 MoE\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৬	৬. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৭. ভূগোল	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
আলিম	২০১৬	৮. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৯. পদার্থবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১০. জীববিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP), Sec-1), MoE\Proggapo.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
আলিম	২০১৬	১১. পৌরনীতি ও সুশাসন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		১২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
দাখিল	২০১৭	১৩. কৃষি শিক্ষা	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৪. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ৫০		-	২৫	২৫	-
এইচএসসি	২০১৭	১৬. কৃষি শিক্ষা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৭. পরিসংখ্যান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৮. মনোবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP), Sec-11, MoESProggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	১৯. গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২০. শিশুর বিকাশ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২১. খাদ্য ও পুষ্টি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২২. গৃহব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২৩. শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছেদ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP). Sec-11. Mof\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	২৪. ইসলাম শিক্ষা	পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.০৪.২০০৮ তারিখের শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ : ১৯.১১.২০১৪
(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০ তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (তাঁর অধীন সকল আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৬। যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৭। প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক, ... (সকল) [তাঁর অধীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)]।
৯। পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১ সোনারগাঁও রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
১০। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDP). Sec-11. MoE\Progpapn.doc

১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

১৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৯.১১.১৪

(কাউসার নাসরীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)
ই-মেইল : sas_sec2@moedu.gov.bd

নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা বিষয়ক প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৬.০০৭.২০১৬ -১২৪

তারিখ : ১৮ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
৩১ জানুয়ারি, ২০১৭

বিষয় : পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা।

পাবলিক পরীক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ০১-০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে সৃজনশীল প্রতিটি বিষয়ে ১২ জন করে প্রধান পরীক্ষককে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২০০০ প্রধান পরীক্ষক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকদের সহায়তায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিদ্যমান কিছু সমস্যা সমাধান করে পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে :

১.০ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি এবং উত্তরপত্র বাছাই

১.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ-চ অনুযায়ী উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন। কোন কারণে প্রশ্নপত্র প্রণেতাগণ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন করে না থাকলে যেদিন যে বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেদিনই পরীক্ষা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষককে আমন্ত্রণ জানাবেন। উক্ত ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকের মধ্য থেকে ৩ জন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics/Marking Scheme) ও নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করবেন এবং অপর ৩ জন Script Room থেকে তিন ধরনের (উত্তম, মধ্যম এবং দুর্বল মানের) উত্তরপত্র বাছাই করবেন। এ কার্যক্রমে বোর্ডসমূহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১.২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট থেকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর এবং বাছাইকৃত তিন ধরনের উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনই বুঝে নেবেন।

১.৩ বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনার জন্য প্রধান পরীক্ষকসহ মোট ২০ জনকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করবেন। এ কর্মশালায় বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক পরিচালিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের উপর প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে শুধু প্রধান পরীক্ষকগণই আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের কম প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকসহ ২০ জনের সংখ্যা পূরণ করতে হবে।

১.৪ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিটি উত্তরপত্রের ২০ কপি ফটোকপি করবেন।

১.৫ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রতিটি নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরেরও ২০ কপি ফটোকপি করবেন।

২.০ নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) কর্মশালা

২.১ বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে ২০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষককে নিয়ে দিনব্যাপী নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনা করবেন। এ কর্মশালাসমূহ বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত উত্তরপত্র মূল্যায়নের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।

২.২ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালায় পূর্বে প্রণীত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরিমার্জন/পরিবর্তন করতে হলে তা করতে হবে এবং উপস্থিত পরীক্ষকগণের মধ্যে নম্বর প্রদানের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর বুঝে নেবেন।

২.৩ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে বুঝে নেয়া চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকের সংখ্যা অনুযায়ী ফটোকপি করতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক এর সংখ্যা যদি ১০০ জন হয় তবে ১০০ কপি চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও উত্তরপত্র ফটোকপি করতে হবে।

চলমান পাতা/-২

৩.০ পরীক্ষকগণের ব্রিফিং (চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরের আলোকে)

৩.১ প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষকগণের মধ্যে উত্তরপত্র বিতরণের দিন নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ২ জন প্রধান পরীক্ষক মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর আলোচনা করবেন। এ জন্য বোর্ডসমূহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।

৩.২ এই ব্রিফিং-এর জন্য পর্যাপ্ত সময় (ন্যূনতম ৩ঘন্টা) বরাদ্দ করতে হবে।

৩.৩ ব্রিফিং-এ প্রতি পরীক্ষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যাঁরা অনুপস্থিত থাকবেন বোর্ড তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৪ প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের নম্বর প্রদান সম্পর্কিত আলোচনা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষকগণের মধ্যে (ক) উত্তরপত্র (খ) চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও (গ) নমুনা উত্তর বুঝিয়ে দেবেন।

৪.০ প্রধান পরীক্ষকগণের প্রতিবেদন

৪.১ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রধান পরীক্ষক তাঁর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের ১২% উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের ওপর একটি প্রতিবেদন উত্তরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন জমা দিয়েছেন।

৪.২ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক পুনঃমূল্যায়নকৃত ১২% উত্তরপত্র বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৫.০ বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের প্রতিবেদন

৫.১ সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ (৯টি বোর্ড) তাঁদের কাছে জমাকৃত প্রধান পরীক্ষকগণের প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকায় প্রেরণ করবেন।

৫.২ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকার অধীন বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটকে প্রধান পরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদনের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করার নির্দেশনা দিবেন। উক্ত প্রতিবেদনে পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষকগণের কাজের (Performance) প্রতিফলন থাকতে হবে।

৫.৩ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রণীত উক্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেবেন।

(চৌধুরী মুফাদ আহমদ)
অতিরিক্ত সচিব

চেয়ারম্যান
ঢাকা/কুমিল্লা/যশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম/
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়) :

১. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৩. যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/কুমিল্লা/যশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম /বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।
৬. ফোকাল পয়েন্ট, বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা/কুমিল্লা/যশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম /বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।
৯. অফিস কপি।